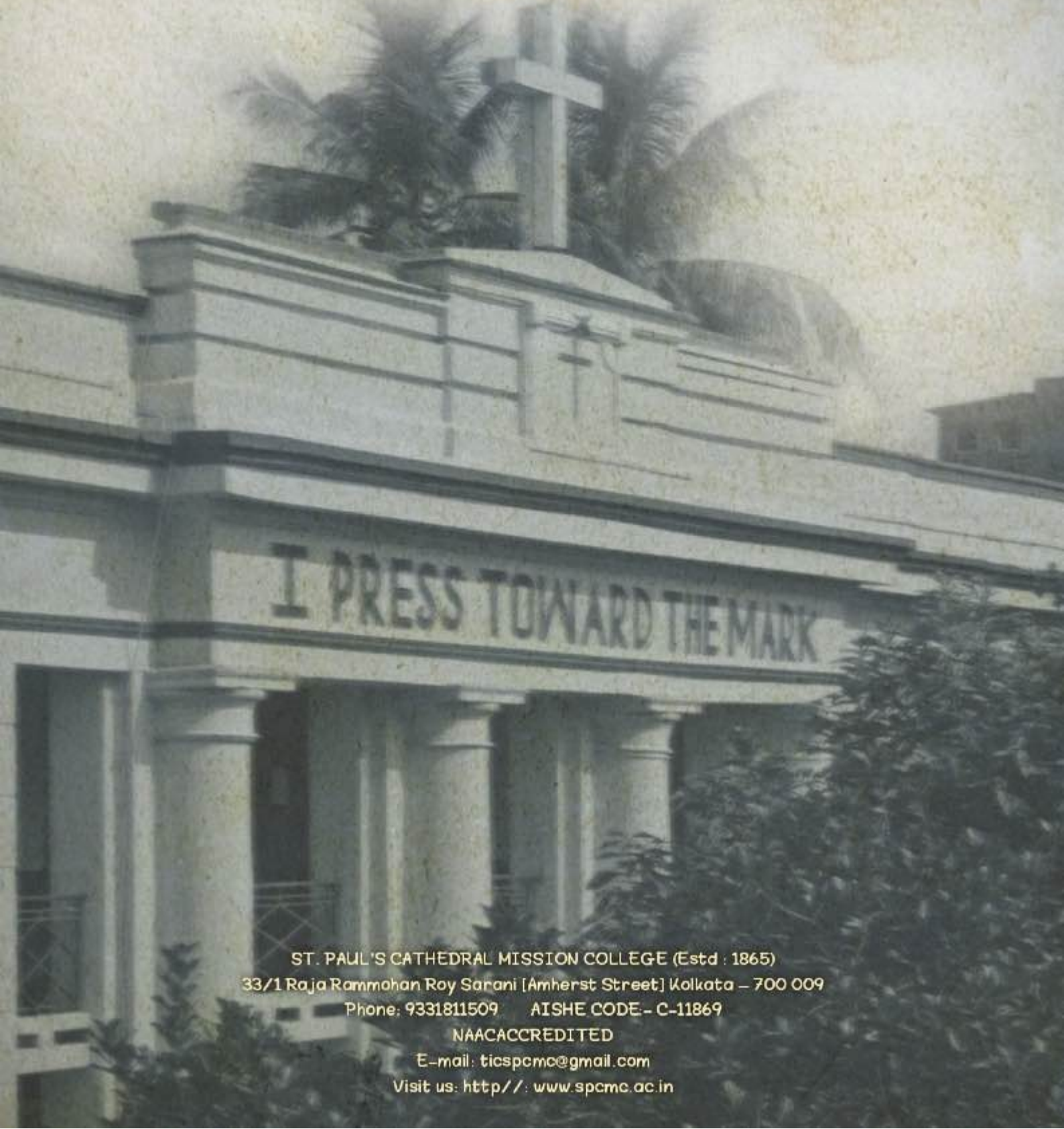




# TIME & TIDE

AN E-JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF HISTORY  
ISSUE-3



ST. PAUL'S CATHEDRAL MISSION COLLEGE (Estd : 1865)

33/1 Raja Rammohan Roy Sarani [Amherst Street] Kolkata – 700 009

Phone: 9331811509 AISHE CODE- C-11869

NAACACCREDITED

E-mail: [ticspcmc@gmail.com](mailto:ticspcmc@gmail.com)

Visit us: <http://www.spcmc.ac.in>





**St. Paul's Cathedral Mission College**

**Department of History**



Estd. 1865

**Cordially invites you to Annual Students' Seminar 2024**

**Exploring Local History: Kolkata and the Suburbs**

**স্থানীয় ইতিহাসের অন্বেষণে: কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল**



**THE WEBINAR IS BEING HELD IN COLLABORATION WITH IQAC  
OF THE COLLEGE.**

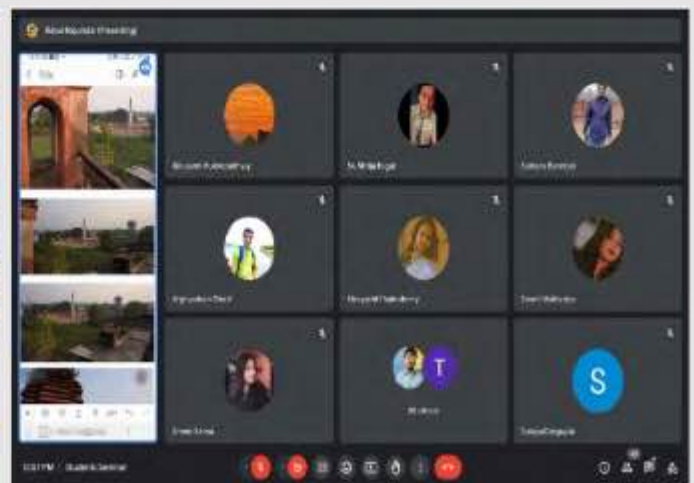
**Date - 24/6/2024**

**Time - 12 noon**

**Mode: Google meet**



# ONLINE STUDENTS' SEMINAR ON 'EXPLORING LOCAL HISTORY' 24.6.2024



## CONTENTS

### EXPLORING LOCAL HISTORY: KOLKATA AND ITS SUBURBS

June 24<sup>th</sup>, 2024.

- ❖ Soumi Mukherjee, 'Kumartuli: A Potter's Colony', Semester 6
- ❖ অরঞ্জিতা রায়  
'সোনাগাছি: ইতিহাসের পটভূমিকায় লাল আলোর দেশ', Semester 4
- ❖ দেবজ্যোতি ঘোষ  
'কলকাতার ঘাটের ইতিহাস', Semester 4
- ❖ Srija Bagui 'Kalighat : A study of Cosmopolitan Kolkata', Semester 4
- ❖ প্রিয়জিত অধিকারী  
'বাগবাজারের বসু পরিবারের ইতিহাস', Semester 4
- ❖ Argyadeep Ghosh - Dakshineswar, Rashmoni and Ramakrishna : Exploring the story of a philanthropist and a mystic. Semester 2
- ❖ Rahul Majumdar -  
'চন্দননগর : 300 বছরের প্রাচীন মন্দির এবং বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রম' Semester 2
- ❖ Adi Marik -  
'The Known but Unknown Dum Dum: From Plassey to Partition.' Semester 2



# Kumartuli : A potter's colony

**Soumi Mukherjee, Semester 6**





# History:

- ▶ Kumartuli lies in the heart of older part the Kolkata ( North Kolkata). In Bengali kumar means potter and tuli means Locality. The place plays an important role during the Durga Puja festival which is widely celebrated in West Bengal and other parts of India.
- ▶ The initiation of idol-making at Kumartuli follows a certain lore which is even popular amidst the artisans as well as the retailers who specialise in selling ornaments of pith (referred to in Bengali as shola), zari or golden and silver threads or beaten silver and embellishments and sequins.
- ▶ A lore ascribes the significance of the development of the kumbhar community in present region. According to the lore, the first kumbhar was brought over to the region from Krisnanagar (Nadia district in Bengal) by Raja Nabakrishna Deb to build a Durga idol to commemorate the worship of the deity in honour of the victory of the British at the Battle of Plassey against the Muslim power of Siraj-ud-Daullah in 1757. Eventually, inspired by the example, several other rich families of the region started giving similar orders to the kumbhar to build clay idols for their respective families.
- ▶ As gradually the demand started increasing, the kumbhar found it a daunting task to travel to and from Krisnanagar to build the idols and requested for a place of residence along with the artisans and other artists to assist in the process of idol making. Thus, as the wishes of the kumbhars were granted, Kumartuli came into existence as a centre for clay art in Kolkata.



# Idol Making process:

## The craftsmen:

- ▶ The process of idol making is tedious, demanding a multitude of skilled and unskilled activities. Workers are assigned specific jobs. For example, some workers only draw the eyes on the face of the deity, in a process called chokkudann (offering eyes).
- ▶ The wages of the labourers can range from Rs 500 to Rs 10,000 depending on the work and the working hours of the labourer. Since the work is mostly seasonal, wages also depend to an extent on the work schedule.
- ▶ During peak months, labourers engage in extra hours of work and their wages are increased slightly. The increase in wage ranges from Rs 50 to Rs 200 per day, depending on the work.
- ▶ Traditionally, only men engaged in the craft of idol making. Many craftsmen still believe that women should stay at home and only indirectly assist their male counterparts by cooking for them during their work hours.
- ▶ In this male-dominated craft, a few pioneering women have also made their mark. China Pal, Namita Pal, Shibani Pal, and Shipra Ghodui have shattered gender barriers, leaving their indelible imprint on the art form.



## Types of Idols:

- ▶ Several types of Durga idols are created in Kumortuli, but the two main categories are ek chala and do chala (with more than one background) which developed much later and out of necessity.
- ▶ Apart from the backgrounds, there are other distinct differences among the idols. The 'Art Bangla Durga', a combination of features from traditional and modern Durga idols, is five to 14 feet tall and decorated with zari or solapith.
- ▶ Modern Durga idols are the least expensive. There are also the 'Dobasi Bangla' type (decorated with zari or sola), the 'Khas Bangla' type (five to eight feet tall and decorated entirely with sola) and 'Ajanta Ellora Durga' (made entirely of clay).

Ek chala Durga Protima:





# The stages of Idol Making:

- ▶ The idol making process can be categorised broadly into three stages. The first stage is making the kathamo (bamboo and wooden frame) for the idol.
- ▶ Before the sculpting begins, the kathamo is worshipped and a few rituals are performed by those who take the idols back to their pandals. Once the kathamo is complete, it is tied with straw to give it a rough shape of the idol.
- ▶ The kumors apply mud to the Straw framework of the idol. The mud is a mixture of clay and water.
- ▶ Two types of mud are used - entel mati (Sticky clay) and bele mati (crisp clay).
- ▶ When the body of the idol is ready, the face, palms and fingers, which are separately made, are put together. The face is made with bele mati and rubbed with paper to give it a polished finish. The idols are then coloured and decorated.

Two stages of idol making:



Making the face of an idol:





# Challenges:

- ▶ Kumartuli's journey has not been without challenges. The work conditions are far from ideal, with limited access to modern tools and technology.
- ▶ Despite the undeniable artistic brilliance, financial stability remains an elusive dream for many Kumartuli artisans. Irregular incomes and seasonal demands for their creations make it challenging to secure a consistent livelihood. They often live on the edge of financial insecurity.
- ▶ Rapid urbanisation and the changing landscape of Kolkata have encroached upon the traditional workspace of these artisans.
- ▶ As high-rises and commercial complexes rise around them, they face the very real threat of displacement from the spaces they've occupied for generations.
- ▶ They are largely self-reliant and bear the brunt of life's hardships on their own.

# সোনাগাছি: ইতিহাসের পটভূমিকায় লাল আলোর দেশ

অরিঞ্জিতা রায়

**ভূমিকা:-** লাল আলোর দেশ বা *Red light area* বলতে যে শব্দগুলি সর্বপ্রথম মাথায় আসে সেগুলি হল *পতিতা, পতিতালয়, পতিতাবৃত্তি* এই সকল। আজ থেকে প্রায় হাজারও বছর আগে যদি ফিরে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এই বিশ্বের এক *প্রাচীনতম* পেশা ছিল এই *পতিতাবৃত্তি*, যা মূলত এক যৌনব্যবসা। পুরুষদের যৌন সুখ দিতে নারীরা তাদের দেহ দিয়ে আপন জীবিকা অর্জন করে, আর এই সকল নারীরা এই সমাজে পরিচিত *পতিতা* বা *বেশ্যা* নামে, এবং তারা যে স্থানে বসবাস করেন সেই স্থান *পতিতালয়* বা *বেশ্যালয়* নামে পরিচিত। যার অবস্থান সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে। এইরকমই একটি স্থান হল *সোনাগাছি*। যা নিছক এক সাধারণ

পতিতালয় নয় বরং *এশিয়া মহাদেশের সবথেকে বৃহত্তম পতিতালয়* বা *Red light area*, যা অবস্থিত *‘The City of Joy’* শহর *কলকাতার* বুকে।



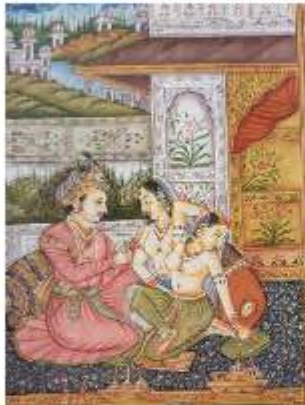




ইতিহাস,  
সভ্যতা, ও  
পতিতাবৃত্তি:-  
সমাজে  
পতিতাবৃত্তির

সৃষ্টির নির্দিষ্ট সময়কাল নিয়ে নানান মতভেদ থাকলেও সর্বোপরি বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় বর্বরতার গর্ভে অর্থাৎ সামন্তীয় সমাজের পাপের ফসল ছিল এই পতিতাবৃত্তি। **ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসের** মতে, এই পেশা প্রথম **ব্যাবিলনে** শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই পতিতাবৃত্তি যেমন **সাইপ্রাস ও করিন্থেও** প্রচলিত ছিল, তেমনি বিস্তৃত হয়েছিল **সারদিনিয়া ও ফিনিশীয়** সংস্কৃতিতেও। অন্যদিকে প্রাচীন **গ্রিক ও রোমান** সমাজে এই ব্যবসা

জনপ্রিয়তা  
পাওয়ার সাথে  
সাথে **ভারতীয়**  
**সভ্যতাত্ত্বিক**  
এই পেশার  
ছায়া পড়ে।



**রামায়ণ মহাভারতের যুগ** থেকে শুরু করে **ব্রিটিশ যুগ**, যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে পতিতাবৃত্তির নজির মিলেছে। যার প্রমাণ **কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’** থেকে শুরু করে **বানভট্টের ‘কাদম্বরী’** কিংবা **মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন মহাকাব্যগুলিতে** পাওয়া গিয়েছে। এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নারীরা কখনো **‘গণিকা’** কখনো **‘দেবদাসী’** আবার কখনো বা **‘তাওয়াইফ’** নামে সমাজে পরিচিত ছিল।

**সোনাগাছির জন্ম:-** **এশিয়ার বৃহত্তম লাল আলোর দেশ, ‘সোনাগাছি’** নামক স্থানটির সৃষ্টির সময়কালটিকে পর্যালোচনা করলে সর্বপ্রথমে স্মরণ করতে হবে সেই সময়ে কলকাতার বৃকে শুরু হওয়া এক নতুন অভিজাত্যের কথা, যার পোশাকি নাম ছিল **‘বাবু কালচার’**। ব্রিটিশ আমলে গঠিত হওয়া এই নতুন অভিজাত্য শ্রেণী, বাঙালি বাবু সম্প্রদায়ের প্রধান সম্পদ হয়ে উঠেছিল অর্থ। শিক্ষা বা বংশ পরিচয়ে নয়, ব্যবসা বা অন্য উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে রাতারাতি এই

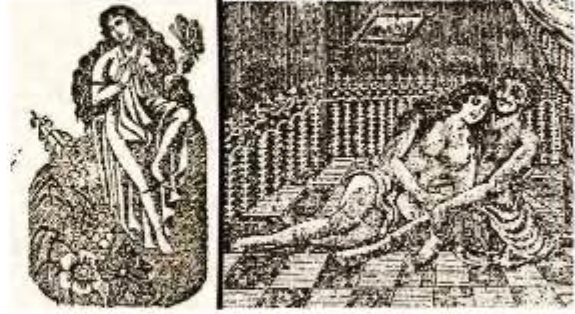
শহরের বকে বাবুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে।



দামি

গাড়ি, লক্ষ টাকার বাইজি, পায়রা ওড়ানো, রক্ষিতাদের বাড়ি করে দেওয়া, ফি শনিবার বেশ্যাদের নিয়ে আসর বসানো, মদ খেয়ে রাতের পর রাত কাটানো, এই সকল কিছু ছিল বাবুদের প্রধান কাজ। সর্বোপরি বলা যেতে পারে, উপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে তৎকালীন কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি জাতির মধ্যে এতটাই আদিরস প্রীতি জাগ্রত হয়েছিল যে যার প্রভাব পড়তে বাদ থাকেনি তৎকালীন *বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান* ইত্যাদির ওপর। সেই সময় পুস্তকগুলিতে যেমন বিভিন্ন অশ্লীল লেখা প্রকাশিত হতে থাকে তেমনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে

থাকে বিভিন্ন অশ্লীল ছবি। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসের পাতায় এক *অশ্লীল কলকাতার* ছবি ফুটে ওঠে।



এই সময়তেই আবার ইংল্যান্ড থেকে

ভারতে আসতে থাকে অনেক ইংরেজ তরুণ।

যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অবিবাহিত, আর যারা বিবাহিত ছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই স্ত্রীরা থাকতেন সুদূর

ইংল্যান্ডে। এই সকল সাদা চামড়ার ইংরেজ এবং কলকাতার এই বাবু গোষ্ঠীর শারীরিক ও ভোগ বিলাসীতার চাহিদা মেটাতে ক্রমশ গড়ে উঠল, গোটা একটি যৌনপল্লী এই তিলোত্তমার বকে। *অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর*

বাঙালি বাবু সম্প্রদায় হোক কিংবা ভারতে আগত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন ইংরেজ কর্মী এই অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ উপ-পত্নীদের প্রতিপালন করতেন। পুরনো দলিল ঘাটলে জানা যায়, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে



যেখানে কলকাতার বারবণিতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,৪১৯, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। কথিত আছে *প্যারিসের বিখ্যাত যৌনকর্মীরাও* কলকাতার এই সোনালী অঞ্চলের খ্যাতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বৃহৎ রূপ নেওয়া এই সোনাগাছি নামক এলাকাটির ব্যাপ্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে *স্বাধীন ভারতেও*। যার কারণে এই অঞ্চলটিকে *রাষ্ট্রীয়ভাবে Red light area* হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**ঠাকুর পরিবার ও সোনাগাছি:-** সোনাগাছি জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে এমন এক



পরিবারের কথা উঠে আসে যাকে ছাড়া সমগ্র বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসচর্চা

কার্যত অসম্ভব। ঠিক একই ভাবেই মহানগরের এই লাল আলোর দেশের সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরব, কলকাতার খ্যাতনামা *ঠাকুর পরিবারের* নাম। জানা যায়, ঠাকুর পরিবারের উল্লেখযোগ্য

ব্যক্তিত্ব *The Great Prince দ্বারকানাথ*

*ঠাকুর* ছিলেন এই অঞ্চলের প্রকৃত মালিক। সেকালের বাবু সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে তারই উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই নিষিদ্ধ পল্লীটি। এমনকি এই অঞ্চলের প্রায় ৪৩ টি *বেশ্যালয়ের মালিক* তিনি খোদ নিজেই ছিলেন।

**ব্যুৎপত্তি:-** *উনিশ শতকে* যে কারণে বা যেভাবেই এই সোনালী অঞ্চলের সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, আসলে *এশিয়ার সবচেয়ে*

*বৃহত্তম লাল আলোর দেশ*, সোনাগাছির এহেন নামের ব্যুৎপত্তির পেছনে ছিল অন্য ইতিহাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটির নাম সোনাগাছি হলেও আসলে নামটি হল *সোনাগাজী* পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে *সোনাগাছি* নামটির উৎপত্তি হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, নামটি এসেছে *সোনাউল্লা* নামে এক ইসলাম ধর্ম প্রচারকের তৈরি এক মসজিদ থেকে। কলকাতার ইতিহাস ও স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, এই *সোনাগাজী ইরান* থেকে *ভারতবর্ষে* এসেছিলেন এবং *অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের* কোনো এক সময় তিনি কলকাতায় আসেন। *নবাব সিরাজদৌল্লা*র *কলকাতা আক্রমণের সময়* এই অঞ্চলটি

ছিল মুসলিম মানুষজনের বসতি এবং এর পাশে ছিল একটি গোরস্থান। যার কাছাকাছি **সোনাউল্লাহ গাজী চারটে মিনার ও একটি গম্বুজ সহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।** যার কারণে এই রাস্তার নাম হয় **মসজিদ বাড়ির স্ট্রিট**, এবং এর পাশের একটি ছোট গলি **সোনাগাজী লেন** নামে পরিচিতি পায়। এই মসজিদটির ভেতরেই ছিল **সোনাগাজীর কবর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে** এর অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।



অবশ্য সোনাগাজীর এই মসজিদটি নিয়ে আরো একটি জনশ্রুতি রয়েছে। যেখানে বলা হয় কলকাতার প্রথম দিকে এই অঞ্চলটি ছিল **সোনাউল্লাহ** নামে এক **কুখ্যাত ডাকাতের আস্তানা**। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর মা একটি কুঁড়েঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনেন, যেখানে সোনাউল্লাহ তার মাকে বলেছিলেন, **"মা,**

**কেঁদোনা আমি গাজি হয়েছি।"** P.T.

Nyer তাঁর "A

**History of Calcutta's Streets"**

বইতে লিখেছেন যে সোনাউল্লাহ মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীকালে **'সোনাগাজীর মসজিদ'** নামে পরিচিতি পায়।



প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, **রাধারমন মিত্র** তাঁর **'কলিকাতা দর্পণ'** বইতে লিখেছেন যে, **সোনাগাছিনামটি** যেমন বিকৃত **সোনাগাজী** নামটিও তেমন বিকৃত। নামটি আসলে **বাংলা** শব্দ **সোনা বা সুবর্ণ** নয়, শব্দটি আসলে হলো **আরবি** শব্দ **'সনা'** অর্থাৎ **প্রশংসা, স্তুতি ও স্তুতি**। পীরের পুরো নাম ছিল **'গাজী সনাউল্লাহ শাহ'**।



**অবস্থান:-** এখনকার সোনাগাছিনামে পরিচিত যৌনপল্লীটি গড়ে উঠেছিল কলকাতা শহর গড়ে ওঠার অনেক আগে। পাশ দিয়ে বয়ে চলা *হুগলি নদী ও পার্শ্ববর্তী সুতানটির* হাট ছিল এই এলাকার *একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্র।* আর নদীর ঠিক ধারেই ছিল সেই যুগের তীর্থযাত্রীদের চলাচলের রাস্তা, যা *চিৎপুর রোড* নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি হয়ে উঠেছিল একটি যৌনপল্লী।

তবে কলকাতায় যৌনপল্লীর সংখ্যা অনেক। মূলত প্রাচীন কলকাতার দুটি রাস্তার ধারে গড়ে উঠেছিল মহানগরীর সমস্ত যৌনপল্লী। প্রথমটি হল *চিৎপুর* থেকে *কালীঘাটগামী রাস্তা*। আর পরেরটি লালদিঘি থেকে বউবাজারগামী রাস্তা। এছাড়া বন্দরের নাবিকদের জন্য *খিদিরপুর*, ইংরেজদের ‘আপ্যায়নের’ জন্য *জানবাজার* ইত্যাদি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল গণিকালয়। আবার অনেক ইতিহাসবিদের মতে, *পূর্বে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও পশ্চিমে চিতপুরের মাঝের পুরো জায়গাটা* নিয়েই পতিতাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে সোনাগাছি অঞ্চলটি *কলকাতার মার্বেল প্যালেস এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, শোভাবাজার ও বিডন*

**স্ট্রিটের সংযোগস্থলের নিকটে অবস্থিত।**

এই পতিতালয়টিতে রয়েছে কয়েকশো বহুতল যেখানে বসবাস করেন *প্রায় ১ লাখেরও উপরে* যৌনকর্মী।



**স্বাধীনতা আন্দোলন ও সোনাগাছি:-** সেই যুগের শহর কলকাতার বুকে যেমন একদিকে গড়ে উঠেছিল একটি যৌনপল্লী, তেমনি আরেক দিকে তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল *স্বাধীনতা আন্দোলন।* বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে সোনাগাছির তথা পতিতাদের কথা উহ্য থেকে গেলেও এদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। *বিংশ শতাব্দীর গোড়া* থেকে *কলকাতা* শহর হয়ে উঠেছিল *রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।* সারা কলকাতার মানুষের মধ্যে যখন স্বাধীনতা স্পৃহা জাগরিত হচ্ছে তখন সেখান থেকে বাদ

পড়েনি সোনাগাছির এই বারবণিতারাও। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে সোনাগাছির পতিতাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জানা যায় তারা লাল পাড় শাড়ি পড়ে কপালের সিঁদুরের ফোটা দিয়ে গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন বন্যার্তদের জন্য। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় এক লাখ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। আবার ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তারা তারকেশ্বর সত্যগ্রহেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার কারনে বাঙালি ভদ্র সমাজের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাদের। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের চিত্তরঞ্জন দাশের যে অভ্যোষ্ঠিযাত্রা হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিল সোনাগাছির পতিতারা।

#### সামাজিক অধিকার রক্ষায় সোনাগাছি:-

যদি সমীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই অঞ্চলে মূলত দু ধরনের যৌনকর্মী কাজ করেন, ১) স্থায়ী, ২) অস্থায়ী। আর তারা বিভিন্ন কারণে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। কেউ ভাগ্যের পরিহাসে, কেউ দারিদ্র্যতা দূর করতে

স্বইচ্ছায়, আবার কেউ বাড়তি উপার্জনের জন্য নিজের ইচ্ছায় এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন। তবে যে কারণেই হোক না কেন আগেও এবং আজও সোনাগাছির এই পতিতাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজ থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাদের পেশাকে 'পাপ' বলে মনে করা হয়। তারা এবং তাদের সন্তানরা পায় না যথাযথ সামাজিক অধিকার।



**ডক্টর  
স্মরজিৎ  
জানা**

আর তাই এই সকল যৌনকর্মীদের অধিকারের দাবি তুলে ধরতে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর স্মরজিৎ জানার সহায়তায় গড়ে ওঠে 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'। যারা আজও কাজ করে চলেছে সোনাগাছির যৌনকর্মীদের অধিকারের আদায়ের উদ্দেশ্যে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ৩রা মার্চ প্রায় তিন হাজার যৌনকর্মীরা অধিকার আদায়ের এক বিরল সমাবেশের আয়োজন করে। যৌনকর্মী ভারতী দে-র নেতৃত্বে সমস্ত যৌনকর্মীরা দাবী তোলেন যে তাদের শ্রমিকের স্বীকৃতি দিতে হবে।



ভারতীয় আইন অনুসারে পতিতাবৃত্তি আইনত বৈধ হলেও প্রকাশ্যে এই বিষয়ে প্রচার চালানো বা বেশ্যালয়ের মালিক হওয়া আইনসিদ্ধ নয়, এই প্রথারও বিরোধীতা করেন তারা। এছাড়া তাদের সন্তানদের সমাজের আর পাঁচজন ছেলে মেয়ের মতো স্বাভাবিক জীবন এবং শিক্ষা গ্রহণের অধিকার জানান তারা। এমনকি বিভিন্ন কারণে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের হয়রানি শিকার হতে হয় শুধুমাত্র তাদের পেশাগত কারণে। এই সমস্ত কিছু বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন সোনাগাছি যৌনকর্মীরা।

আজও যৌনকর্মী **ভারতী** দে-র নেতৃত্বে **দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭৫ হাজারেরও উপর যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের জন্য** কাজ করছে। শুধু তাই নয়, এই **দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি** এই শহরে সবথেকে বড় যৌনকর্মীদের সংগঠন যারা প্রায় **২৫ বছর ধরে** যৌনকর্মীদের অধিকারের সাথে সাথে **স্বাস্থ্য নিয়েও** কাজ করে চলেছেন।



**ভারতী  
দে**

**সোনাগাছির স্বশাসিত বোর্ড:-** সোনাগাছি যৌনকর্মীরা যেমন যৌনকর্মীরা শ্রমিকের অধিকারের দাবি চান, তেমনই একইসঙ্গে নাবালিকা এবং অনিচ্ছুক সাবালিকাদের পেশায় নামানোর বিরুদ্ধেও তাঁরা। সেই লড়াইয়ের গোড়াতেই তৈরি হয় **স্বশাসিত বোর্ড** প্রতিটি যৌনপল্লিতেই সক্রিয় এই ধরনের বোর্ড। পল্লিতে নতুন মেয়ে এলেই খবর পৌঁছে যায় বোর্ডের কাছে। নাবালিকা বা অনিচ্ছুক সাবালিকা হলেই উদ্ধারে নেমে পড়েন বোর্ডের সদস্যরা। পুলিশে, মেয়ের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়।



অনেক সময় এই মেয়েদের নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে **সেন্ট রেগুলেটরি বোর্ডের সদস্যরা**। তার জন্য বিপদেও পড়তে হয়েছে। দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠানোর আগেই সোনাগাছিতে খুনও হয়েছেন এক প্রবীণ যৌনকর্মী। এমন উদাহরণ-ও আছে। তবুও লড়াই জারি। লড়াই বোর্ডের স্বীকৃতি-প্রাপ্তি নিয়েও। দেশজুড়ে নারী ও শিশুপাচারের

প্রেম্কাপটে যৌনকর্মীদের এই লড়াইয়ের কথা  
সুপ্রিম কোর্টের প্যানেলের কাছেও  
পৌঁছেছে। সেই প্যানেলের সুপারিশ, এই  
স্বশাসিত বোর্ডকে মডেল করা হোক গোটা  
দেশের যৌনপল্লিতেই।



**উপসংহার:-** যৌন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নারীরা  
সমাজে পতিতা নামে পরিচিতি পায়, কারণ  
তারা সমাজে পতিত বা অন্ত্যজ, অর্থাৎ ভদ্র  
সমাজে এদের কোনো স্থানে নেই। কিন্তু *Carol Leigh* এই সকল পতিতাদের উদ্দেশ্যে  
সর্বপ্রথম বলেছিলেন, "*বেশ্যা নয়, গণিকা  
নয়, পতিতা নয়, 'যৌনকর্মী'।*" বলাই বাহুল্য  
যে, এই সমাজ যতদিন থাকবে ততদিন  
পতিতাবৃত্তি ও সোনাগাছির মতন  
পতিতালয়গুলিও থাকবে। যতই এদের নিষিদ্ধ  
করা হোক না কেন, যতই সভ্য সমাজ থেকে  
দূরে সরিয়ে রেখে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে  
দেওয়া হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় এরা  
এবং এদের পেশার প্রমাণ চিরকাল থেকে যাবে।  
শ্রমিক তাদেরকেই বলা হয় যে নিজেদের

পেটের জন্য শ্রম করে জীবিকা অর্জন করে।  
মানুষকে বুঝাতে হবে যে এই শরীর প্রকৃতি  
সৃষ্টি, এই শরীরের প্রত্যেকটি চাহিদা প্রকৃতির  
সৃষ্টি, আর যাকে অবজ্ঞা করা কার্যত অসম্ভব।  
আর এই যৌনকর্মীরাও শ্রম করে জীবিকা অর্জন  
করে তাদের পেটের খিদে জ্বালা মেটায়। আর  
যে সভ্যসমাজ এদেরকে *কলঙ্কিত* বলে  
ঘটনাচক্রের সেই সভ্য সমাজের দাঁড়ায় এরা  
সেই *so-called কলঙ্কিত* হয়। যে স্থানকে  
তারা *অপবিত্র* বলে মনে করে, সেই স্থানের  
মাটি ছাড়া *পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শক্তির দেবী  
দুর্গার আরাধনা* অসম্ভব। তাই সোনাগাছির  
মত অঞ্চলগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে নয় বরং  
একসাথে হাতে হাত ধরে সমাজের সাম্যের সৃষ্টি  
করে এক সুন্দর ইতিহাস রচনা করা সমগ্র  
মানবজাতির কাছ থেকে কাম্য।

### তথ্যসূত্র:-

- **History of Prostitution-  
Wikipedia**
- **Sonagachi- Wikipedia**
- **রাধারমণ মিত্র- কলিকাতা দর্পণ**



- [https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/adill\\_shaakir/30025918](https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/adill_shaakir/30025918)
- <https://www.bbc.com/bengali/news-39457408> (কলকাতায় কীভাবে শুরু হয় যৌনকর্মীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন)
- Sonagachi : সোনাউল্লা গাজির মসজিদ থেকেই ‘সোনাগাছি’ এলাকার নামকরণ।  
(<https://eisamay.com> )





**কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটের ইতিহাস**

***A TALK BY DEBOJYOTI GHOSH.***

***DEPARTMENT OF HISTORY***

***ST. PAUL'S CATHEDRAL MISSION COLLEGE***

***DATE: 24.06.2024***

***TIME : 12 NOON.***

***GOOGLE MEET LINK .***



# সূচীপত্র

- **সূচনা**
- **কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট**
  - ❖ বাবুঘাট
  - ❖ জগন্নাথ ঘাট
  - ❖ বাগবাজার ঘাট
  - ❖ মায়েল ঘাট
  - ❖ আহিরীটোলা ঘাট
  - ❖ প্রিন্সেপ ঘাট
  - ❖ মল্লিক ঘাট
  - ❖ নিমতলা ঘাট
- **উপসংহার**

# সূচনা

## কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট

শহর গড়ে উঠেছিল গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করেই। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কলকাতায় গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি ঘাট। সময়ের সাথে সাথে সেইসব ঘাটগুলির অবশিষ্ট কয়েকটি আজও লড়াই করে কোনোভাবে বেঁচে আছে। কলকাতার প্রতিটি ঘাটের নিজস্ব ইতিহাস এবং তাৎপর্য রয়েছে এবং এই ঘাটগুলি কলকাতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে আসছে। উল্লেখযোগ্য ঘাটগুলি যেগুলি কলকাতার ইতিহাসে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল শহরের প্রকৃত ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছে তা হল বাবুঘাট, জগন্নাথ ঘাট, বাগবাজার ঘাট, মায়ের ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, মল্লিক ঘাট, নিমতলা ঘাট।



# বাবুঘাট



বাবুঘাট (এছাড়াও বাবুঘাট, বা বাজে কদমতলা ঘাট, এবং বাবু রাজ চন্দ্র ঘাট) হল ব্রিটিশ রাজের সময় নির্মিত অনেক ঘাটের মধ্যে একটি, হুগলি নদীর তীরে স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতার বিবিডি বাগ, কলকাতায়।

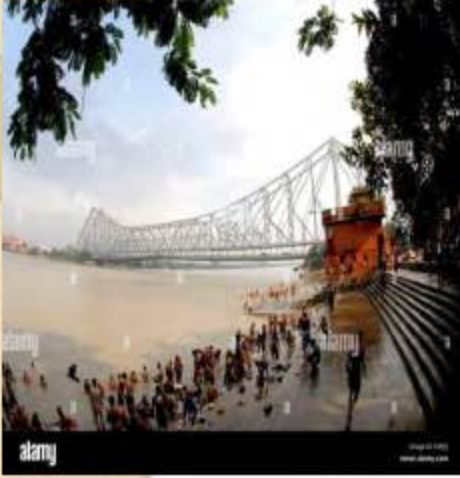
ঘাটটিতে একটি লম্বা ঔপনিবেশিক কাঠামো রয়েছে, যা ঘাটের অবতরণ বার্থ। এটি একটি সূক্ষ্ম ডরিক - বিশাল স্তম্ভ সহ গ্রীক শৈলী প্যাভিলিয়ন। ঘাটটি মূলত পরিচিত ছিল বাবু রাজ চন্দ্র ঘাট, এখন শুধুমাত্র প্রথম বাবু ঘাট বা বাবু ঘাট শব্দ দ্বারা পরিচিত

। বাংলায় বাবু/ বাবু মানে সাহেব বা ভদ্রলোক। ঘাটটির নামকরণ করা হয়েছে রানী রাসমণির স্বামী ও জানবাজারের জমিদার বাবু রাজ চন্দ্র দাসের নামে, যিনি ১৮৩০ সালে তার প্রয়াত স্বামীর স্মরণে এটি নির্মাণ করেছিলেন। পেডিমেন্টের নীচে একটি মার্বেল ট্যাবলেট থেকে বোঝা যায় যে ঘাটটি নির্মাণের জন্য কিছু কৃতিত্ব অবশ্যই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কেসের কাছে যেতে হবে কারণ তিনি জনসাধারণের সুবিধার উন্নতির লক্ষ্যে এই ধরনের ব্যয়কে উত্সাহিত করেছিলেন। এটি কলকাতার দ্বিতীয় প্রাচীনতম ঘাট।

তদুপরি, বাবুঘাট সর্বদা যাত্রীদের সাথে ব্যস্ত থাকে, যারা নদী পেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর জন্য এটি ব্যবহার করে এবং হাওড়ার অন্যান্য এলাকায়ও, ফেরিগুলির জন্য ঘন ঘন বিরতিতে পাওয়া যায়, যা ঘাটের সাথে সংযুক্ত জেটি থেকে যাত্রা করে। জল ফেরি অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বাবুঘাট থেকে হাওড়া, চাঁদপাল ঘাট, তেলকাল ঘাট এবং বালি পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা উপলব্ধ



# জগন্নাথ ঘাট



গঙ্গার পূর্ব তীরে হাওড়া ব্রিজের কাছেই এই জগন্নাথ ঘাট, একটি ঐতিহাসিক ঘাট। ১৭৬০ সালে তৎকালীন একজন সুপরিচিত বণিক ও ব্যবসায়ী **শোভরাম বসাক** এই ঘাটটি নির্মাণ করেন। আগে ঘাটটিকে শোভাম বসাকের স্নান ঘাট বলা হত, পরে তা পরিবর্তন করে জগন্নাথ ঘাট করা হয়। এটি ধরুপদী ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এবং একটি গৌরবময় ইতিহাস সমৃদ্ধ ঘাট। একটি ব্যস্ত স্নান ঘাট হওয়ার পাশাপাশি, জগন্নাথ ঘাট ছিল হুগলি নদীর তীরের ব্যস্ততম বাষ্পচালিত নৌযান চলাচলের স্টেশনগুলির মধ্যে একটি।

জায়গাটিতে একটি নির্দিষ্ট স্পন্দন রয়েছে যা এখানে আসা মাত্রই আপনি অনুভব করবেন। এই ঘাটের সৌন্দর্য সত্যিই অবর্ণনীয়। এখনও রোজ বহু দর্শনার্থী আকর্ষিত হন। মন ভালো করতে এই ঘাটে পবিত্র গঙ্গার জলে ডুব দিতে পারেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পুরো জায়গাটির দৃশ্যপটই বদলে যায়। দূরের জলে নৌকায় লণ্ঠনের জ্বলন্ত আলো স্বপ্নের মতো মনে হয়।





# বাগবাজার ঘাট



বাগবাজার ঘাট, উত্তর **কলকাতার** বাগবাজারে অবস্থিত। একসময় গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘু মিত্রের নামানুসারে এটি 'রোগ মিটের ঘাট' নামে পরিচিত ছিল। এটি পরে বাগবাজার ঘাট নামে পরিচিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভিক দিনগুলিতে জমিদারের পদ গ্রহণের পর তিনি শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণ সম্পদের জন্যই নয়, বরং প্রশাসনের মধ্যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যও বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাগবাজার শব্দটি এসেছে 'বাগ' অর্থাৎ ফুলের বাগান এবং "বাজার" এর অর্থ বাজার। সুতরাং এটি এমন একটি স্থানকে নির্দেশ করে যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফুল রয়েছে।

বাগবাজার ঘাট **কলকাতার** অন্যতম বিখ্যাত ঘাট এবং সবথেকে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। আপনাকে যদি কলকাতার ইতিহাস আকর্ষণ করে বা আপনি যদি অতীতের স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসেন, তাহলে এই জায়গায় ভ্রমণ করুন। সেখানে বসে আপনি প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন ধরনের লোক এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাবেন। অসংখ্য লোক এই ঘাট রোজ ব্যবহার করেন, এই পবিত্র নদীতে স্নান করেন এবং শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গার জল সংগ্রহ করেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য। স্থানীয় নৌকাগুলি পন্য উঠা-নামা করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। ঘাটটিতে **মায়ের ঘাট** নামে আরেকটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।



# মায়ের ঘাট



প্রায় ১৪০ বছর আগে সারদাদেবী উত্তর কলকাতার যে বাড়িতে থাকতেন, তা-ই পরে মায়ের বাড়ি নামে পরিচিতি পেয়েছে। সেই বাড়িতে থাকাকালীন নিয়মিত ওই ঘাটে স্নানে যেতেন তিনি। তাই ঘাটটি বর্তমানে মায়ের ঘাট নামেই পরিচিত।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর সারদা মা আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান নি। কিন্তু কলকাতায় তাঁর বসবাসের নির্দিষ্ট কোনো বাড়ি ছিলো না। সেই সময় তিনি কামারপুকুরে কিছুদিন বাস করছিলেন। এই সময় তাঁকে নিদারুণ অর্থাভাবে পড়তে হয়। এই খবর রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যদের কানে পৌঁছালে তাঁরা মা'কে কলকাতায় নিয়ে আসেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে তাঁর গুরুভাইদের অনুরোধ করে চিঠি পাঠান যেন তাঁরা মা'কে ঠিকমতো দেখাশোনা করেন।

কিন্তু কলকাতায় কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় তখনও তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিভিন্ন শিষ্যদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করতেন। অবশেষে বাগবাজারে গঙ্গার কাছেই স্বামী সারদানন্দ এবং ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যরা নতুন দোতলা বাড়ি তৈরি করলেন যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের মাসিক মুখপত্র "উদ্বোধন" পত্রিকার নতুন অফিস হলো এবং ১৯০৯ সালে মা'কে সেখানে পাকাপাকি ভাবে নিয়ে আসা হলো। এই বাড়িতেই দোতলার একটি ঘরে মা সারদা মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেন। এখনোও এই বাড়ি "মায়ের বাড়ি" নামেই বিখ্যাত।





# আহিরীটোলা ঘাট



আহিরীটোলা কথাটি এসেছে ‘আহির’ অর্থাৎ দুধওয়ালা (পুরুষ বা নারী যেকেউ) বোঝায় এবং ‘টোলা’ সাধারণত অস্থায়ী বড় আস্তানা কে বোঝায়। হয়ত ঘাটটি তারা তাদের গরু ও মহিষকে স্নান করানোর জন্য ব্যবহার করত। বর্তমানে তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুসংহত ঘাটটি ঠাকুর ‘বিসর্জনের’ জন্য ব্যবহৃত হয়। আহিরীটোলা ঘাটটি সকাল 5.30 টায় খোলে এবং রাত 9 টা পর্যন্ত চালু থাকে, বাঁধাঘাট, বাগবাজার এবং হাওড়া স্টেশনে নিয়মিত ফেরি পরিষেবা প্রদান করে।



# প্রিন্সেপ ঘাট



প্রিন্সেপ ঘাট হল কলকাতায় হুগলি নদীর তীরে ব্রিটিশ যুগে নির্মিত একটি ঘাট। জন প্রিন্সেপ র পুত্র জেমস প্রিন্সেপ র স্মৃতিতে 1842/43 সালে এইটা তৈরী হয় এটা ভিক্টোরিয়ান শিল্প কলার অসামান্য স্থাপত্য. জেমস প্রিন্সেপ ছিলেন একজন গবেষক. 1832-38 অবধি তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটি র সম্পাদক। এর প্যালাডিয়ান পোর্চটির নকশা করেন ডব্লিউ ফিজগেরান্ড। ঘাটটি নির্মিত হয় ১৮৪১ সালে। বিদ্যাসাগর সেতু এই ঘাটের ঠিক পাশেই তৈরি হয়েছে। প্রিন্সেপ ঘাটটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ওয়াটার গেট ও সেন্ট জর্জেস গেটের মাঝে অবস্থিত।

এটি ১৮৪১ সালে নির্মিত হয় এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইতিহাসবিদ জেমস প্রিন্সেপের নামে নামাঙ্কিত। ঘাটের মূল গ্রিকো-গথিক স্থাপত্যটি ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত মন্ত্রক সংস্কার করেছে। এটির রক্ষণাবেক্ষণও উক্ত মন্ত্রকই করে থাকে। প্রথম দিকে প্রিন্সেপ ঘাট ব্রিটিশদের সব যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী ওঠানামার কাজে ব্যবহার করা হত।

প্রিন্সেপ ঘাট কলকাতার সচেয়ে পুরনো দর্শনীয় স্থানগুলির একটি এখানে অনেক মানুষ আসেন। তরুণদের মধ্যে এই কেন্দ্রটি বেশ জনপ্রিয়। এখান থেকে অনেকে নদীতে নৌকায় প্রমোদভ্রমণে যান। ২০১২ সালের ২৪ মে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বাজে কদমতলা ঘাট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার পথে সৌন্দর্যায়িত নদীতীরের উদ্বোধন করা হয়েছে। ঘাটের নিকটবর্তী ম্যান-অ-ওয়ার জেটিটি কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন।

এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতা বন্দরের গৃহীত ভূমিকার স্মৃতি বহন করেছে। জেটিটি এখন মূলত ভারতীয় নৌবাহিনী ব্যবহার করে। এটির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।





# মল্লিক ঘাট



• মল্লিক ঘাট হল হাওড়া ব্রিজের **কলকাতা** প্রান্তের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যে ঘাটটিকে আমরা আজকে শুধু মল্লিক ঘাট হিসেবে চিনতাম সেটি নিমাই মল্লিক ঘাট নামে পরিচিত। ১৮৫৫ সালে রামমোহন মল্লিক তার পিতা নিমাই চরণ মল্লিকের স্বরণে এটি নির্মাণ করেছিলেন। তবে মল্লিক ঘাট কেবল একটা স্নানের ঘাট নয়, ভারতের “সাংস্কৃতিক রাজধানী” হিসাবে পরিচিত **কলকাতার** একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, **এশিয়ার সবথেকে বড় ফুলের বাজার**। মল্লিক ঘাট বাজারটি **কলকাতার** প্রাণবন্ত সংস্কৃতির একটি ছোট অংশের মতো। সুতরাং, কলকাতায় এই প্রাণবন্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বাজারটি দেখতে মিস করবেন না।

• ঘাটের পরিবেশ রঙ, সুগন্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের ফুলের নির্যাস মিলেমিশে তৈরি পরিবেশ আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এটি কলকাতার বিখ্যাত প্রাক-বিবাহের গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি। মল্লিক ঘাট ফ্লাওয়ার মার্কেট শুধু ফুল কেনার জায়গা নয় – এটি কলকাতার সংস্কৃতির একটি জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের অংশ। এটি শহরের দৈনন্দিন জীবনের একটি আভাস দেয়। আপনি যদি ফটোগ্রাফি উত্সাহী হন তবে এই জায়গাটি একটি সোনার খনি। দেখবেন কলকাতার নানান রঙ, ব্যস্ত বিক্রেতা এবং জীবনের সত্যতা সবই এখানে ধরা পড়েছে। আপনি ক্যামেরা বা স্মার্টফোন যাই ব্যবহার করুন, আপনি কিছু দুর্দান্ত শট নিয়ে চলে যাবেন।





# নিমতলা ঘাট



নিমতলা শ্মশানটি ভারতের কলকাতার বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত। শ্মশানটি ঐতিহাসিকভাবে নিমতলা জ্বলন্ত ঘাট বা নিমতলা ঘাট নামেও পরিচিত। বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের মতো হুগলি (গঙ্গা) তীরে অবস্থিত; এটিকে দেশের সবচেয়ে পবিত্র জ্বলন্ত ঘাট হিসাবে বিবেচনা করা হয় যেখানে আত্মাকে মোক্ষ লাভ করার কথা বলা হয়, অর্থাৎ। জন্ম-মৃত্যুর চক্র ভাঙছে। তাই সারাদেশের মানুষ এখানে আসেন তাদের প্রিয়জনের দাহ করতে। এটি কলকাতায় অবস্থিত দেশের বৃহত্তম জ্বলন্ত ঘাটগুলির মধ্যে একটি। এই জ্বলন্ত ঘাটের প্রথম ভবনটি 1717 সালে তৈরি হয়েছিল, তবে সেই সময়ের প্রায় 2000 বছর আগে দাহ করা হয়েছিল। 2010 সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার INR 140 মিলিয়ন (US\$2.0 মিলিয়ন) ব্যয়ে শ্মশানটিকে আপগ্রেড করে।

১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দাহকার্য এখানে সম্পন্ন হয়েছিল। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে** এই শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়েছিল। তার সমাধিমন্দির এই শ্মশানের পাশেই অবস্থিত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও** এই শ্মশানে দাহ করা হয়। নিমতলা মহাশ্মশান নির্মিত হয়েছিল ১৮২৭ সালে। ২০১০ সালে **ভারত সরকার** এই শ্মশানঘাটের উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি **টাকার** একটি প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পে শ্মশান ও শ্মশানঘাট সংলগ্ন রবীন্দ্রনাথের সমাধিমন্দিরটির সৌন্দর্যায়ন ঘটানো হয়।





# প্রস্থপঞ্জি

- বসু, ইউ. (1980)। পাথরে খোদাই করা? TOI 2। জুলাই 2018, পি. 1961. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/etched-in-stone/articleshow/65076457.cms> থেকে সংগৃহীত
- কলকাতা – দ্য উইকেন্ড গেটওয়ে পোর্টাল থেকে সংগৃহীত
- "নিমজ্জন উচ্চ এবং নিম্ন"। দ্য টেলিগ্রাফ, কলকাতা। 16 নভেম্বর 2013 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। থেকে সংগৃহীত
- Ghats Of Decay & Despair Times of India, তারিখ 6 নভেম্বর 2010। থেকে সংগৃহীত
- "অন দ্য স্টেপস- বাবুঘাট, কলকাতা। ফ্লিকার: পার্টেজ ডি ফটো" . 9 নভেম্বর 2014 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত।

## উপসংহার

হুগলি বরাবরই কলকাতার কর্মক্ষম নদী। এটি শহরটিকে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি আনে এবং এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রূপ দেয়। এবং হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত নিরবধি ঘাটগুলি হল এই জলাবদ্ধ হাইওয়ের ল্যান্ডিং পোস্ট, শুরু থেকে কলকাতার সমস্ত ঐতিহাসিক যাত্রার সাক্ষী। এই শহরে একসময় শতাধিক ঘাট ছিল, যা বহু শতাব্দী ধরে ধনী জমিদার ও শাসকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। অনেকগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে বা সময়ের সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং কিছু ঘাট এখনও সক্রিয় রয়েছে। এই জিনিস সব পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা হয়; স্নান, জল আনা, সাঁতার কাটা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মালামাল বোঝাই-আনলোড, নৌকায় ওঠা-নামার জন্য...



An aerial photograph of Kolkata, India, showing a mix of urban development and traditional architecture. In the foreground, there are several buildings with white domes and red accents, likely religious or historical structures. The middle ground shows a dense urban area with various buildings. In the background, a tall communication tower and other modern structures are visible against a hazy sky. A semi-transparent rectangular box with a dark border is centered over the image, containing the title text.

# KALIGHAT: A STUDY OF COSMOPOLITAN KOLKATA

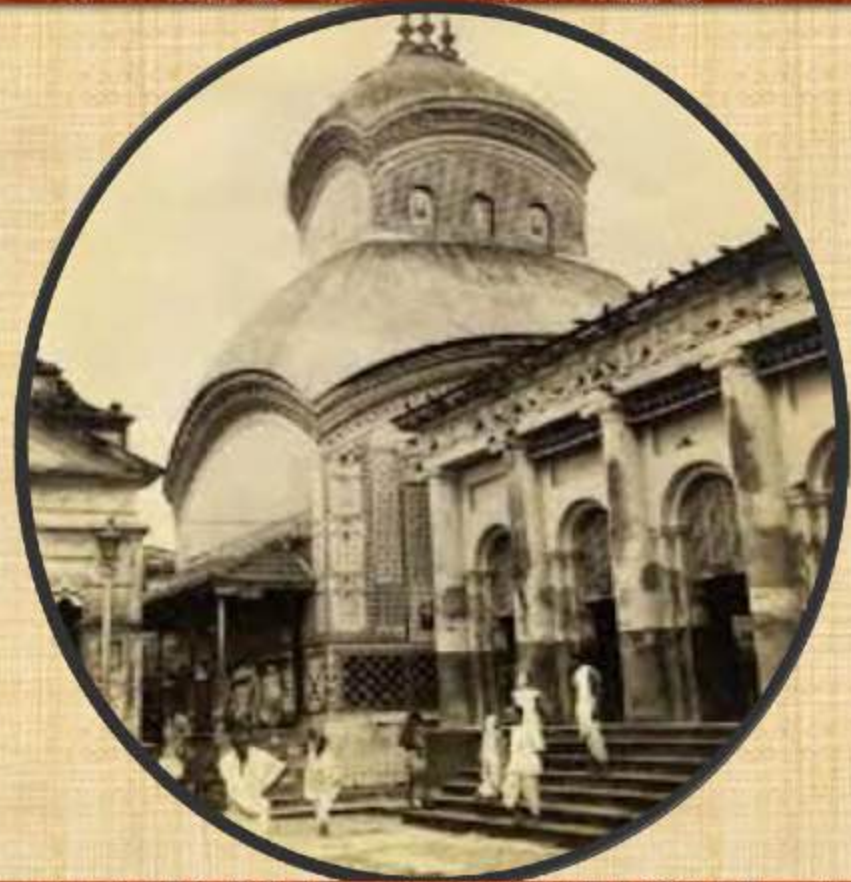




**“KALIGHAT” ORIGINATED FROM  
GODDESS KALI WHO RESIDES IN THE TEMPLE AND THE  
GHAT{RIVER BANK} WHERE THE TEMPLE IS LOCATED.**



**Kalighat on the banks of ADI  
GANGA**

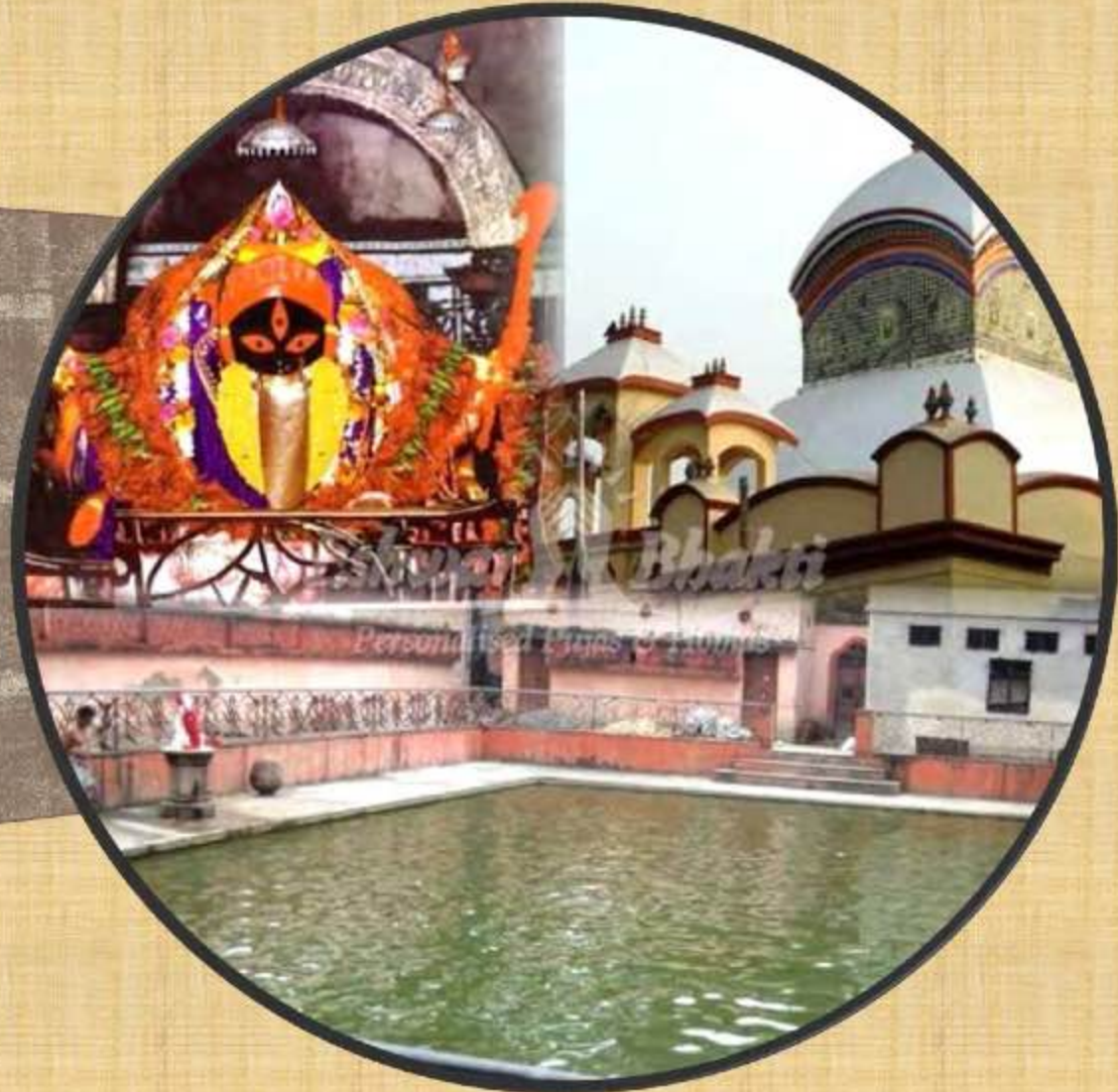


**THE OLD KALIGHAT TEMPLE**



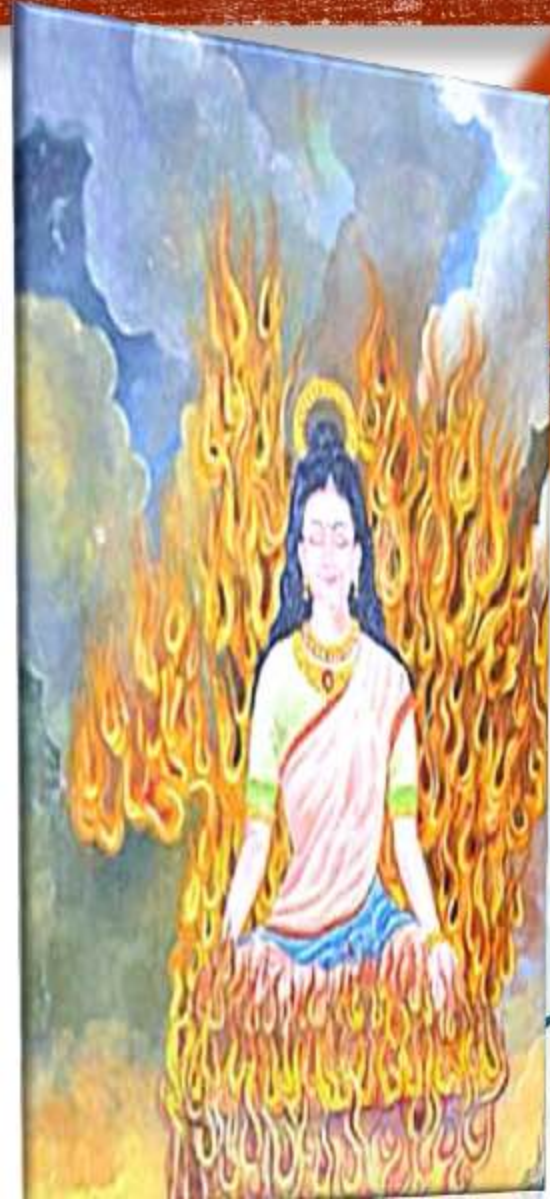
# THE FOUNDING MEMBERS OF THE KALIGHAT TEMPLE.

IT IS SAID THE TEMPLE WAS FOUND BY ONE PIOUS SAINT CHORANGA GIRI, WHO DISCOVERED AN IMPRESSION KALI'S FACE. IN AROUND 1570 PADMABATI DEVI, THE MOTHER OF LAKSMIKHANTA ROY CHOUDHURY FAMILY HAD A DIVINE VISION AND DISCOVERED RIGHT TOE OF SATI IN A LAKE CALLED KALIKUNDA IN KALIGHAT





# THE MYTHOLOGICAL STORY BEHIND THE 51 SHAKTI PEETHS



After the death of Goddess Sati, Lord Shiva became angry and began to perform the Tandava, a divine dance of destruction. To pacify them, Lord Vishnu intervened and cut the body of Goddess Sati with his Sudarshan Chakra into 51 pieces, which then fell at various places on earth, creating 51 Shakti peeth.

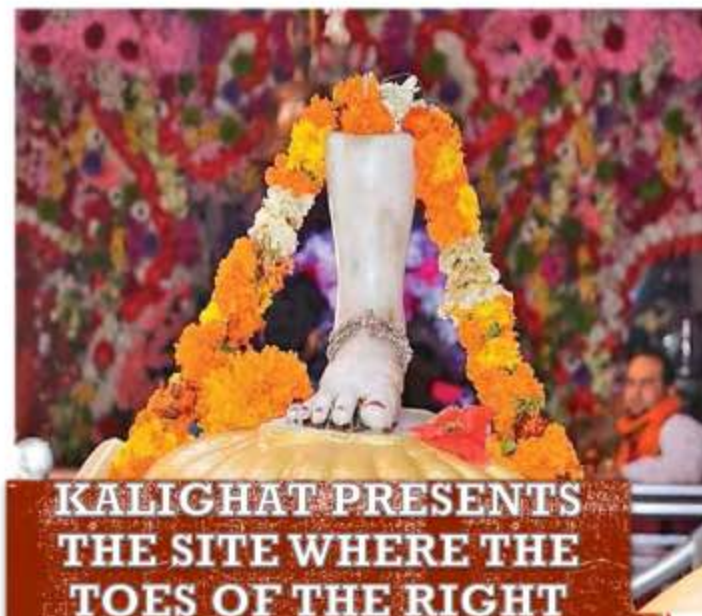




## KALIGHAT AS ONE OF THE 51 SHAKTI PEETHS IN HINDUISM



THE CORPSE  
OF SATI WHICH  
FELL IN VARIOUS  
PLACES OF  
INDIAN  
SUBCONTINENT



KALIGHAT PRESENTS  
THE SITE WHERE THE  
TOES OF THE RIGHT  
FOOT OF SATI FELL.

**THE IDOL OF THE KALIGHAT MANDIR WAS  
CRAFTED BY TWO SAINTS – ATMARAM GIRI  
AND BARHMANANDA GIRI**





# **KALIGHAT PAINTINGS: THE ENCHANTING ARTISTRY OF THE PATUAS**







# **WHO WERE THE PATUAS?**

**The kalighat paintings refer to the class of paintings and drawings on hand-made or machine made paper produced by a group of PATUAS.**







# **THE HISTORY OF PATUAS**

**BY THE EARLY 19<sup>TH</sup> CENTURY  
THE KALIGHAT TEMPLE WAS A  
POPULAR DESTINATION FOR  
LOCAL PEOPLE, PILGRIMS AND  
CERTAIN FOREIGN VISITORS AS  
WELL. WITH THE RISE OF  
POPULARITY AND FAME OF  
GODDESS KALI, MANY OF THE  
ARTISANS AND CRAFTSMAN  
FLOCKED TO KALIGHAT AREA  
TO ACAPITTALISE THE NEW  
MARKET BY SELLING CHEAP  
RELIGIOUS SOUVENIERS TO  
THE VISITORS.**





# Kalighat Paintings are showcased in the world museum



Victoria & Albert Museum, London holds single largest collection of Kalighat paintings in the world.



The national museum of wales in Cardiff has 25 kalighat pats



The Indian office library collection, now a part of British library contains 17 paintings.



# The places in India where Kalighat paintings are stored.



**Victoria Memorial Hall has a collection of 24 Kalighat paintings**



**The Indian Museum has in its collection 40 paintings and four drawings of Kalighat style**









# Religious and Mythological themes



Radha Krishna



EPISODES  
FROM  
RAMAYANA



KALI



Parvati on  
Nandi or  
carrying  
Sati





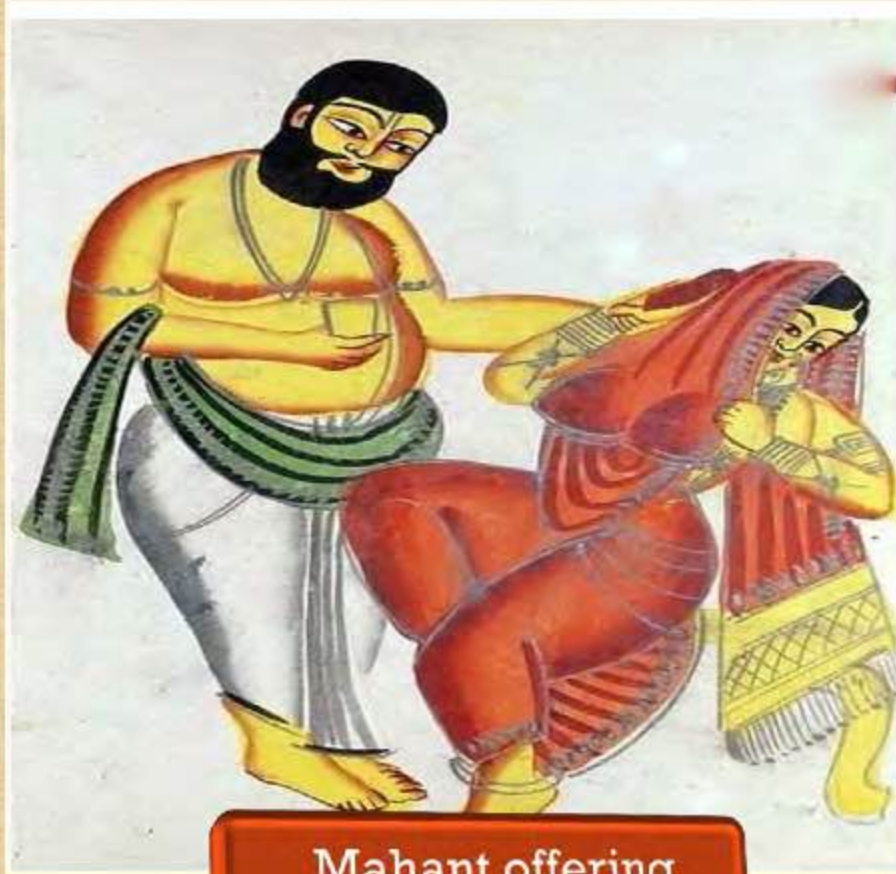
## Kalighat Paintings: A portrayal of Society

The rise of 'Babu culture' in late eighteenth century was well envisaged sarcastically by the patuas in series of Kalighat paintings where, the 'babus' were illustrated as high class rich gentlemen who were typically identified with nicely oiled hair, pleat of his dhoti in one hand and either chewing the betel or smoking a hukkah in the other hand, flirting with courtesan.

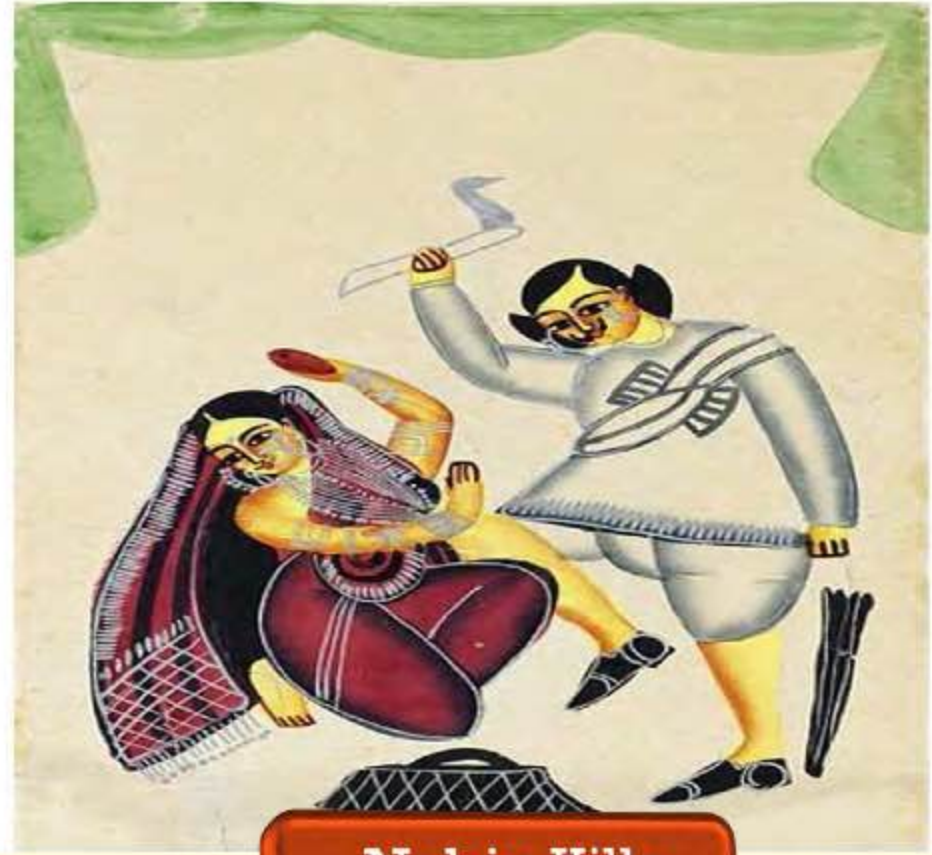




# 1873, THE TARAKESHWAR MURDER CASE.



Mahant offering  
Child Birth Medicine  
to Elokeshi



Nabin Kills  
Elokeshi

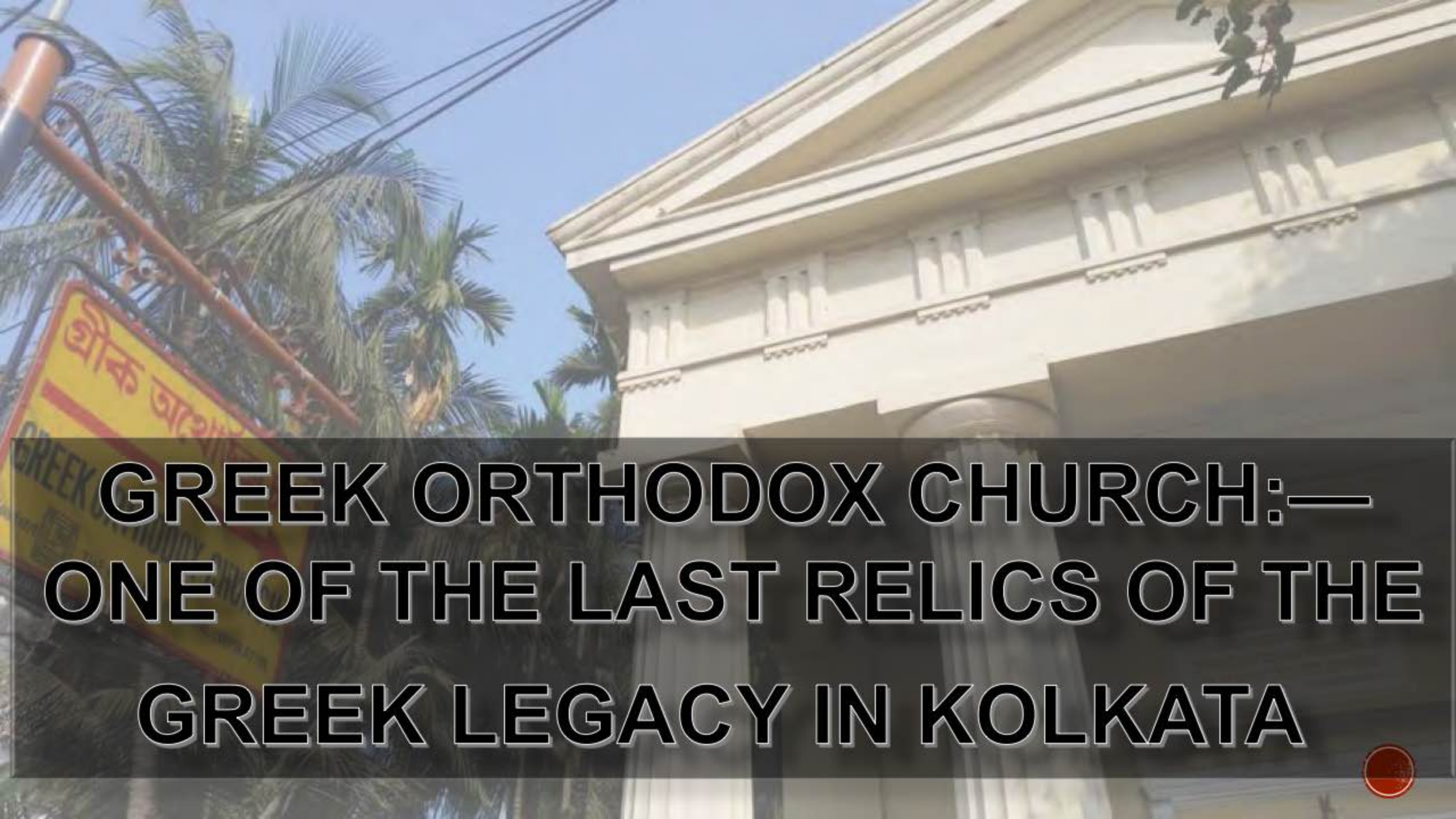






Today the practice of Kalighat paintings still continues in the villages of Bengal where the rich traditions are proudly being carried out by the patuas





**GREEK ORTHODOX CHURCH:—  
ONE OF THE LAST RELICS OF THE  
GREEK LEGACY IN KOLKATA**







**THE VICTORY OF THE RUSSIANS IN THE TURKO-  
AFGHAN WAR LED MANY GREEKS TO MOVE TOWARDS  
EAST AND MANY OF THOSE TO CALCUTTA**





## WHO WERE THE FOUNDERS?

- GREEK TRADER PANAGHIOTIS ALEXIOS ARGYREE, WHO CAME TO INDIA FOUNDED THE CHURCH.





**THE CHURCH WAS OPERATIONAL  
FROM AUGUST 6, 1781**



**OLD PIC OF THE CHURCH**



**RECENT PIC OF THE CHURCH**





# THE ENGLISH TRASALATION IS:

It is in memory of the Greeks who donated generously to build the first church in Amratolla... Their bodies are buried but their names will remain alive for generations



ΤΑ ΕΡΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ·ΣΤΑΦΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΖΗ ΕΙΣ ΓΕΝΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ-ΣΕΙΡΑΧ 44-14

ΤΗ ΑΓΗΡΩ ΜΗΜΗΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ  
ΑΜΡΑΤΟΛΛΑ STREET ΕΝ ΕΤΕΙ 1778 ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙ  
ΚΟΥ ΘΡΩΔΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  
ΩΝ ΤΑΙΣ ΕΥΣΕΒΕΣΙ ΔΩΡΕΑΙΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΥΤΟΣ  
ΠΚΘΑΩΜΗΤΑΙ ΝΑΟΣ.

Κ Α ΕΙΘΧ. Ο WARREN HASTINGS  
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΙΑΣ ΤΩ 1778  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ.  
Ο ΑΡΧΗΜΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΒΙΔΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΟΓΛΟΥΣ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΒΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΤΣΟΥ  
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΕΛΛΗΣ.

A stone plaque written in Greek at the entrance of the Church.





With images correct correctly to display.

ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΟΙ ΤΟΝΟΙ ΑΥΤΗΣ  
ΕΛΕΓΧΟΝΤΟ ΑΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΕΥΤ  
ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΤΗΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΩΓΗ  
ΜΑΡΤΙΟΥ 1914



Wood Work, Greek  
Orthodox Church

**The stone plaque on the right is  
found on the lower portion of the  
wall on the back of the church**



Chandelier, Greek  
Orthodox Church





# BIBLIOGRAPHY

- 1 [http://kinjalbose.com/2020/12/29/greek-orthodox church](http://kinjalbose.com/2020/12/29/greek-orthodox-church)
- 2 <http://telegraphindia.com>
- 3 A N Sarkar & C Mackay, "Kalighat Paintings", National Museums and Galleries of Wales, Roli books Pvt. Ltd and Lusture Press Pvt. Ltd., New Delhi 2000
- 4 Ajit Ghose, "Old Bengal Paintings", Rupam, Calcutta 1926 3. Mukul Dey, " Drawings and Paintings of Kalighat", Advance, Calcutta, 1932 (Courtesy: <http://www.chitralkha.org/articles/mukul-dey/drawings-and-paintings-kalighat>)
5. B N Mukherjee, "Kalighat Patas", Indian Museum, Kolkata 2011 5. S Sinha and C Panda (ed.) "Kalighat
6. Jyotindra Jain, "Kalighat Painting: Images from a Changing World", Mapin Publishing Pvt. Ltd., Ahmedabad 1999 7. S Chakravarti (ed.) "Kalighat Paintings in Gurusaday Museum", Gurusaday Dutt Folk art Society, Kolkata 2001
- 7 [discoveringkolkata.wordpress](http://discoveringkolkata.wordpress.com)







# **BASU BATI: AN ENDURING TESTAMENT TO BENGALI HERITAGE**

Priyojit Adhikary, Semester IV



***BASU BATI,  
THE  
HISTORICAL  
HOUSE OF  
NANDALAL  
BOSE IN  
NORTH  
KOLKATA,  
BAGHBAZAR.***



***VIEW OF  
THAKUR DALAN  
OF BASU BATI.***

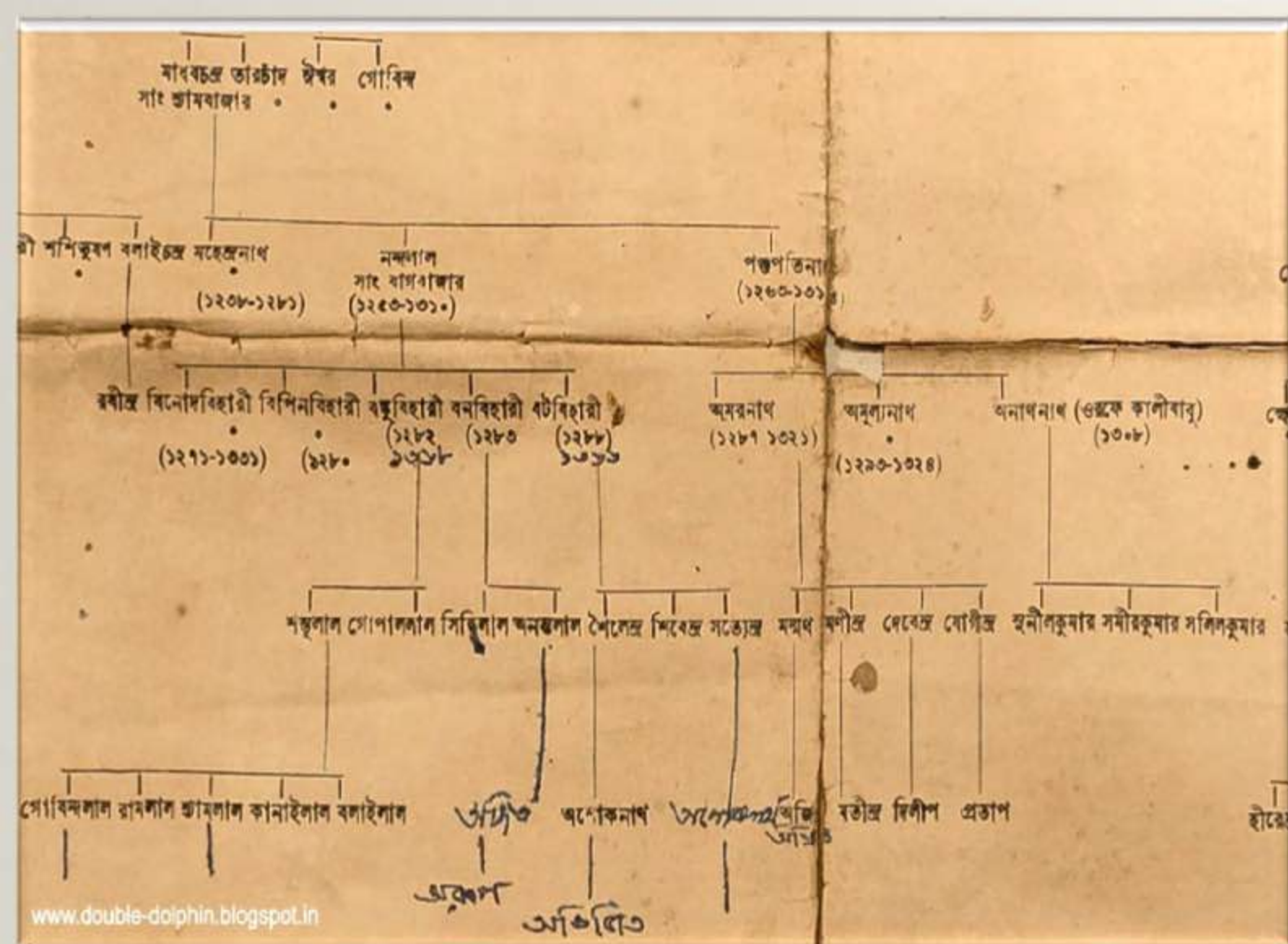


# History of Basu Bati

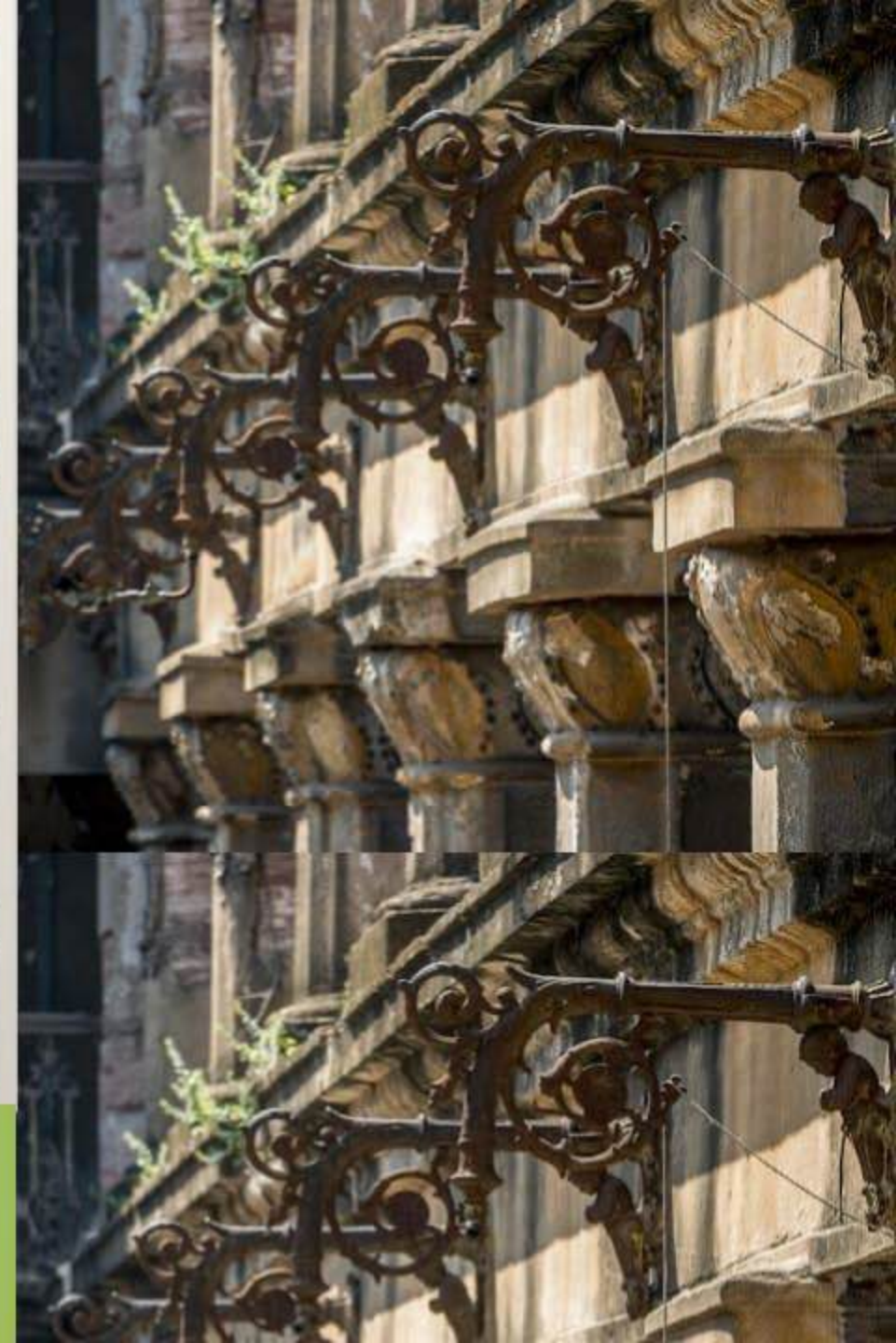
The Basu family of the Kantapukur area of Bagbazar originally came from Deulpur in Howrah. One of the distinguished members of the Kantapukur Basu family was Jagat Chandra, who had two sons – Madhab Chandra and Tarachand. Madhab Chandra had three sons – Mahendranath, Nandalal and Pashupati. The family inherited a large property through the efforts of Mahendranath, who died childless. His brothers – Nandalal and Pashupati Basu built this magnificent mansion. The foundation stone was laid on October 19, 1876, and the family started living in the premises from July 10, 1878.







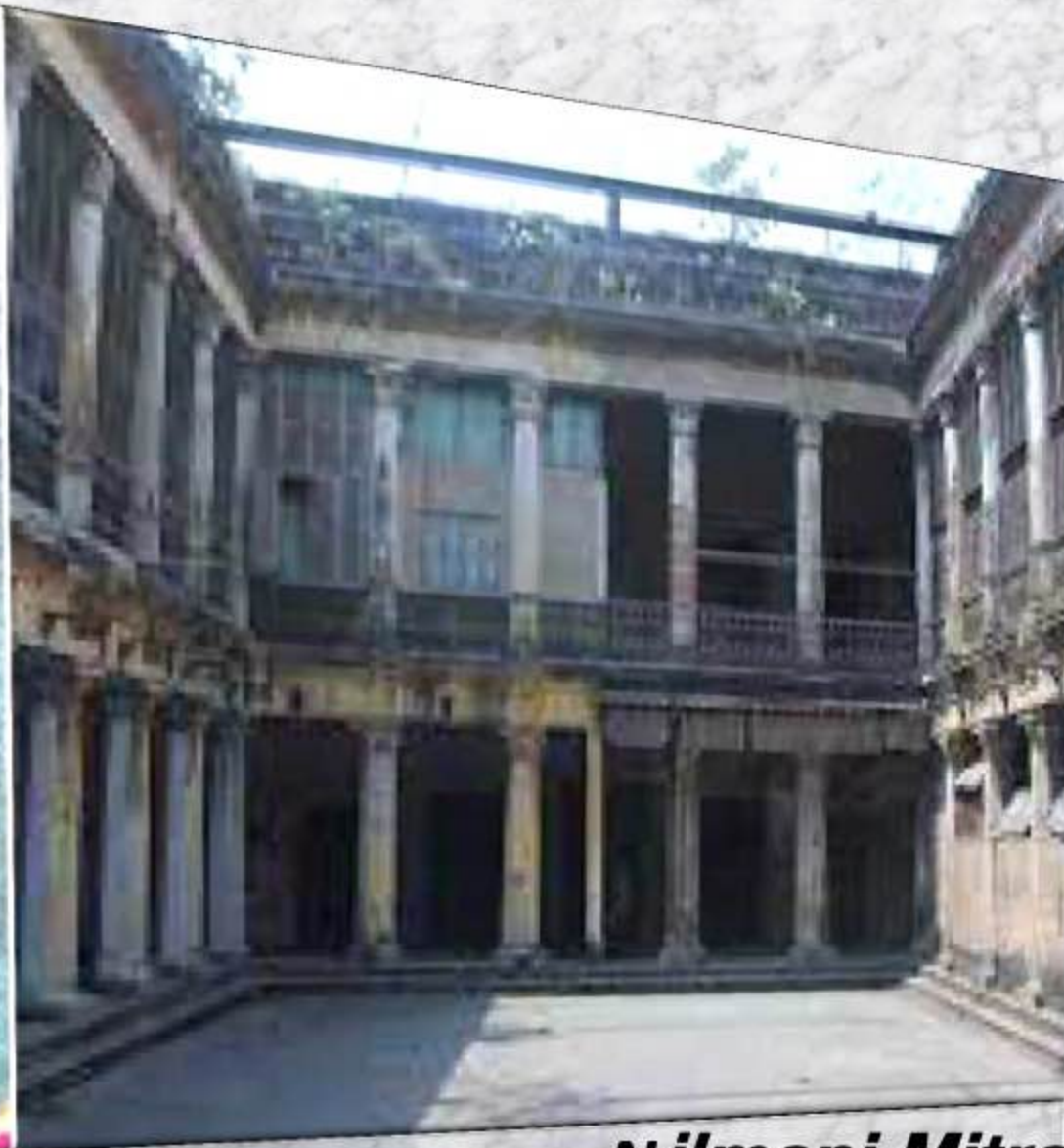
# THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE BASU FAMILY







নীলমণি মিত্র  
জন্ম ১৮২৪-২৪.৮.১৮২৪  
প্রথম বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার  
— — —  
Nilmony Mitter  
JANUARY 1828-24.8.1894  
THE FIRST BENGALI ENGINEER



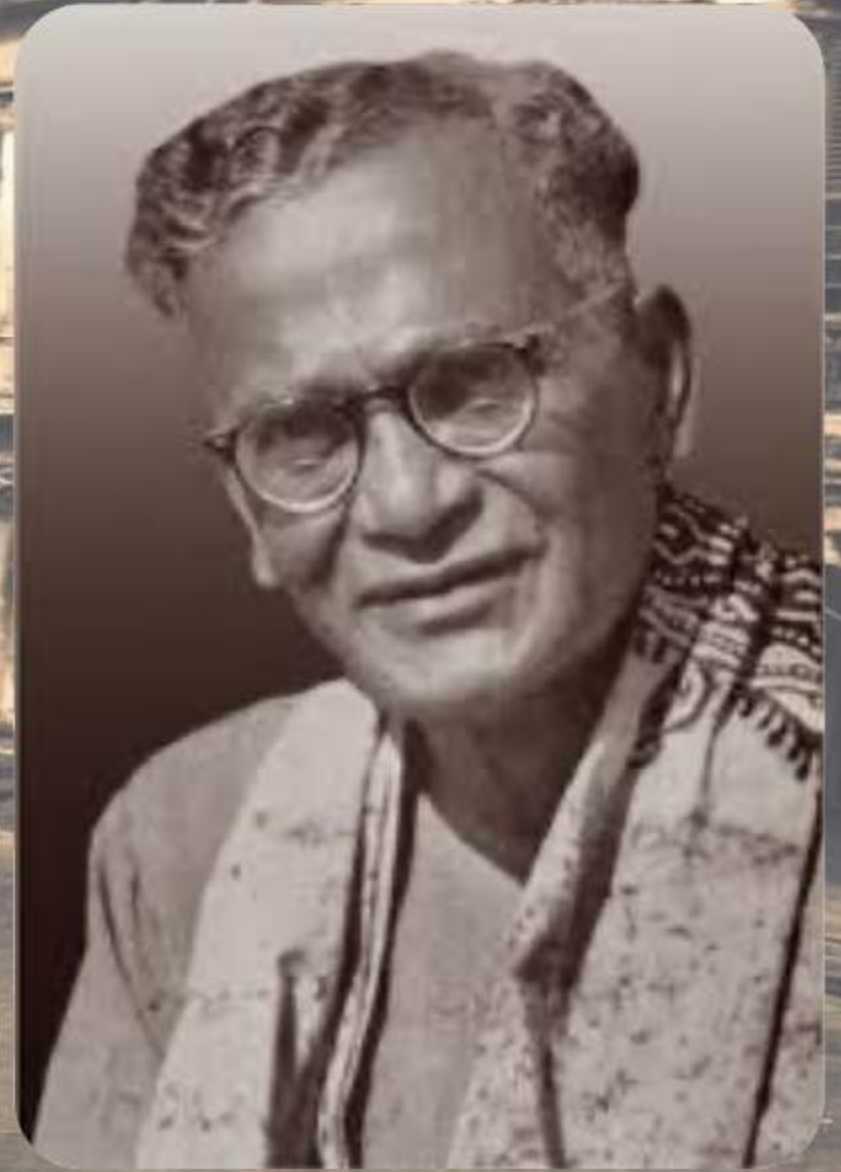
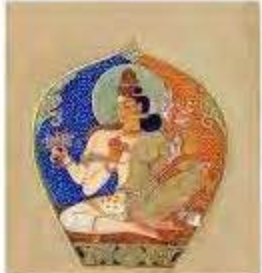
***NILMANI MITRA'S  
FIBREGLOSS  
BUST,  
CREATED BY  
NABA PAL FROM  
KUMARTULI;  
(RIGHT) AN OLD  
PIC OF BASU  
BATI***

**Nilmani Mitra, the first qualified Bengali civil engineer, designed and built the mansion.**



# Nandalal Bose

1882 - 1966



***Nandalal and Pashupati  
Basu built this magnificent  
mansion.***





*Basu Bati House as it was during  
Sri Ramakrishna's time*



# **Wajid Ali Shah**



***During that period, when Wajid Ali Shah, the last ruler of Awadh, was exiled to Metiaburuz, Girish Chandra Ghosh staged his drama Pandav Gaurav (Glory of the Pandavas) at this house for the Nawab.***



**METIABRUZ**









কে কে ঘনি আয় রে... চল ঘাই রে... অগা বাঙালি মুক্তি সেরা বাঙালি মন পাইছি রে...

কে কে ঘনি আয় রে... চল ঘাই রে... অগা বাঙালি মুক্তি সেরা বাঙালি মন পাইছি রে...

**Rashtraguru Surendranath Banerjee convened the first meeting here against Lord Curzon's partition of Bengal in 1905. Rabindranath organized the Rakhibandhan festival in this house to protest the partition of Bengal.**



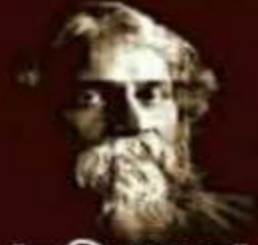


**Rabindranath Tagore**, The poet held a mass  
"Raksha Bandhan" ceremony here.





বাংলার মাটি, বাংলার জল,  
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল--  
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,  
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥



"কবি প্রণাম"

কবি প্রণাম



**Coming from Federation  
Hall on Upper Circular  
Road to Basuvati  
Chatter, the voice was  
'Banglar Mati Bengalar  
Jal'!**





বঙ্গভঙ্গের সরকারি আদেশের প্রতিবাদে এবং  
বাংলার স্বাধীনতা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের  
উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক বাসুবাতিতে  
এই গৃহ কবিজন্মের উদ্ভূতিতে  
নাশানার ফল গঠিত হয়।

বাগবাজার বাসুবাতি  
৬৫/২, বাগবাজার স্ট্রীট  
৩০ জানুয়ারি, ১৯১২  
ইং ১৬ অক্টোবর ১৯০৬।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে  
কলিকাতা মেমোরিয়াল বোর্ডে স্থাপিত হয়।  
৩০শে জানুয়ারি, ১৯১৬ (ইং ১৬ অক্টোবর ১৯০৬)

**A plaque mentioning the  
formation of a national fund at  
Basu Bati in the presence of  
Rabindranath Tagore**



**Founders of Swaraj Party –  
Motilal Nehru and Chittaranjan Das**



Founders of Swaraj Party



**Swadeshi movement started from here. The following year, Kasturba Gandhi inaugurated the first Swadeshi Mela in this house to showcase Khadi and indigenous products. It was here that Deshbandhu Chittaranjan Das formed the 'Swarajya Party'. In 1931, a student rally organized in the premises of this house turned violent with anti-imperialist slogans. This house sheltered more than hundred armed freedom fighters.**



## **Various Artistic Touch On Thakurdalan Columns**

**STUCCO DECORATIONS ON THE WALLS**

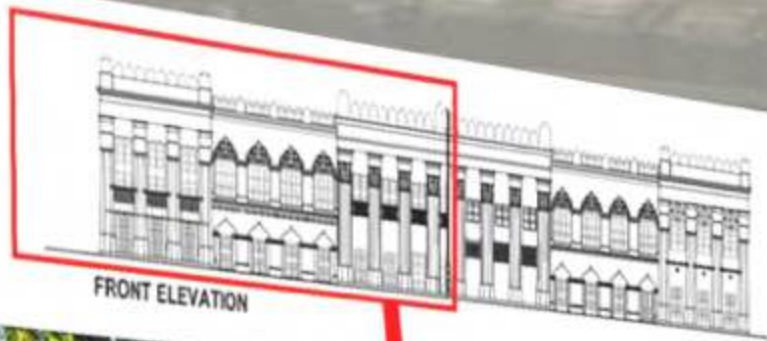




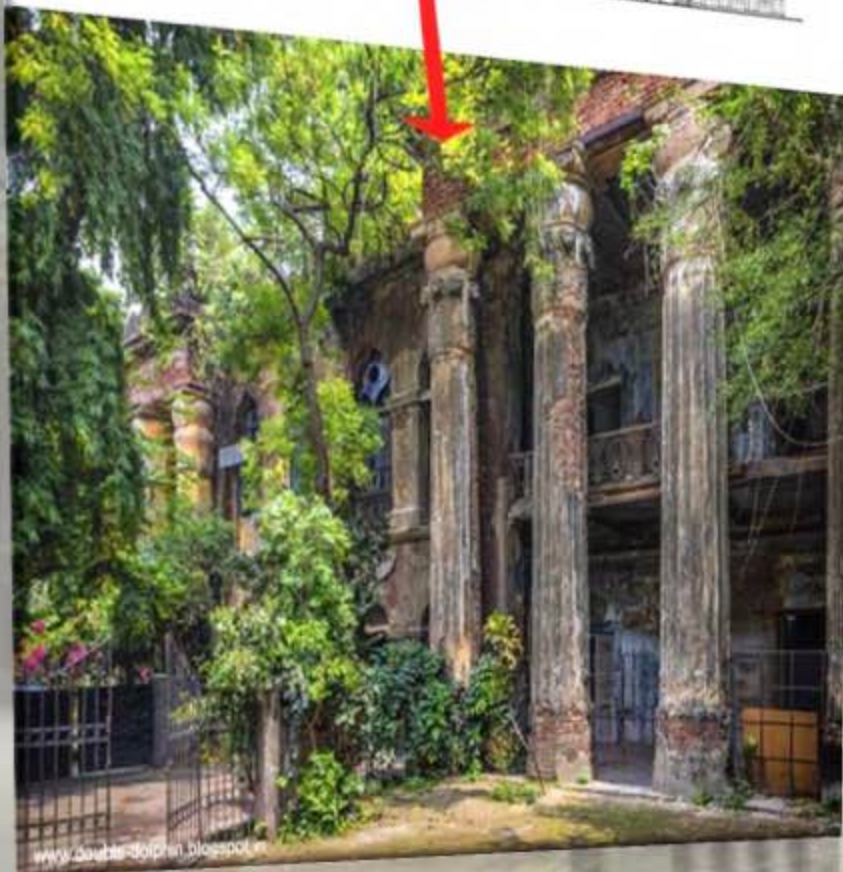


***AT THE NORTHERN END IS A TWO-STORIED THAKURDALAN OF EQUAL HEIGHT. DURGA PUJA AND OTHER FESTIVALS WERE HELD HERE IN THE PAST. ONCE THIS TAGORE BUILDING WAS WELL KNOWN FOR ITS WALL PAINTINGS AND PLASTER MOTIFS, WHICH WERE THE HALLMARKS OF AUTHENTIC BENGALI ART. THERE WERE PICTURES OF PURANAS, RAMAYANA, MAHABHARATA PAINTED IN BENGALI PATACHITRA STYLE.***





FRONT ELEVATION



*The mansion was built by Nilmani Mitra, the first qualified Bengali civil engineer*



***The interior of the 'thakurdalan***



***The stairs leading to the top floor***





**Nilmani Mitra, the first qualified Bengali civil engineer, designed and built the mansion. He shifted away from the prevalent European-style architecture and took inspiration from Bengali and Islamic styles – using highly decorative murals and reliefs with turquoise and amber paintwork. Hundreds of paintings by artist Bamapada Banerjee adorned the walls of Basu Bati. The house was built with a garden, a private zoo and a stable on an area of around 22 bighas. Now, only the house remains standing – that too, barely.**





***The Bose family were theater lovers. After the breakup of Star Theater and Girish Ghosh in 1891, the Basurs opened their house to the remaining Star actors. Drama was practiced here called 'City Theatre'. It is the only Bengali house where Nawab Wazed Ali Shah entered to see the theatre. The exiled Nawab came down from the distant Gardenrich Ghat to the Bagbazar Ghat on the banks of the Ganges to enjoy the drama of the Pandava victory.***





**Now only some movie shooting, advertising stills and video photo shoot in Basubari. In Srijit Mukhopadhyay's superhit film 'Baishe Shravan', the audience was mesmerized by the broken home of Praveer Roychowdhury, the character of a police officer dismissed from the force, played by Prasenjit Chatterjee.**



# **BIBLIOGRAPHY**

**1. TELEGRAPH INDIA.**

**2. INDIAN EXPRESS BANGLA.**

**3. IBB.IN.**

**4. PEEPUL TREE.**

**5. THE CONCRETE PAPARAZZI.**

**6. FLICKR.**

**7. THE FORGOTTEN PALACES OF CALCUTTA :  
NIYOGI BOOKS.**

**8. YOUTUBE.**



# Dakshineswar Rashmoni Ramakrishna: Exploring the story of a Philanthropist and a Mystic.

Arghyadeep Ghosh

June 24<sup>th</sup>, 2024

Department of History, Semester 2<sup>nd</sup>, Faculty of Arts, St. Paul's Cathedral Mission College, University of Calcutta, 700009, West Bengal, India.

## KEYWORDS

Rashmoni  
Ramakrishna  
Dakshineswar  
Bhavatarini  
Navaratna Architecture  
Aat Chala Architecture  
Hindu Widow  
Philanthropist  
Mystic  
Amavasya  
Shiva Temples  
Radha Kanta Temple  
Kalikhetra

## ABSTRACT

Dakshineswar Temple is one of the most sacred temples in Kolkata which was built by Rani Rashmoni in 1855. The idea of constructing such a grand temple came to her mind after a dream of the Divine Mother Ma Bhavatarini herself who asked her to construct a grand temple and worship her there in the form of Ma Bhavatarini on the banks of the Ganges River. Ramakrishna Paramhansa was selected as the chief priest after the death of his brother Ram Kumar. Rashmoni faced many challenges before the construction of the temple began but despite facing all odds, she stood up and constructed the grand temple. The temple complex has the Bhavatarini Temple, 12 Identical Shiva Temples and The Radha Kanta Temple.

## 1. Introduction

Dakshineswar actually needs no elaborate introduction. We being the people of Kolkata have visited this exquisite, grand and magnificent temple so many times in our life time. Even people who are outsiders for once at least have heard about this holy temple.

**Ramakrishna Paramhansa** is a personality who is very much attached with this temple. The World knows Ramakrishna. And we know that this happened due to the struggle of his greatest disciple, the warrior monk **Swami Vivekanand**.

Thus, whenever the topic of Thakur Sri Ramakrishna comes up, Dakshineswar becomes an integral

part of that holy discussion and vice versa.





This temple is situated at a place called **Dakshineswar**, on the banks of the holy *Ganges* which isn't very far from Kolkata.

It is one of the most sacred temples which is situated in Kolkata. The Divine Mother, the **Adi Shakti** has many forms, of course the famous among them are the **Dashamahavidyas**. Among these **Dashamahavidyas**, one form we are familiar with which is **Mother Kali**. The deity who is worshipped here in this temple is as aspect of Mother Kali. Here we call her **Ma Bhavatarini**, who is also referred to as Ma Dakshineshwari. Bhavatarini means the *one who liberates her devotees from the ocean of existence*.



One interesting fact which is worthy of mentioning is that the City of Joy Kolkata is very much attached to Ma

Kali. Kolkata which previously used to be known as **Kolikata**, which the Britishers called **Calcutta** was known as **Kalikata** and even before that **Kalikhetra**. Mother Goddesses Kali is very much present in the name of our city of Joy. Siraj-ud-Daulah tried to ruin this sweet name by renaming it **Alinagar** but thankfully it was later changed again to its original name.

This temple was built by Rani Rashmoni who was the Zamindar of **Janbazar** in 1855. Sri Sri Thakur Ramakrishna Paramhansa was the chief priest of this temple.

## 2. Philanthropist Rani Rashmoni

Rani Rashmoni, who was also known as **Lokmata Rani Rashmoni**, was a remarkable 19<sup>th</sup> Century woman who left an indelible mark on the Bengal's History. She was born on 28<sup>th</sup> September 1793 in the village of **Hali Shahar**, Bengal. At a very early age of merely 11 years, she was married to **Babu Rajchandra Das** of Janbazar.





After the death of her husband in 1836, she took charge of the Zamindari and soon became known for her management skills. She also took part in resistance against the British Empire by blocking a part of the Ganges and forcing the British to abolish the Tax on fishing.

### 3. Mystic Ramakrishna

Well, this is actually my favourite part, speaking about *Thakur Sri Ramakrishna Paramhansa*. This man was a divine personality, which is of no doubt. He was born as *Gadadhar Chattopadhyay* on February 18th, 1836 at *Kamarpukur*.



He was also called Gadai and was a devotee of Mother Kali. But that didn't stop him from exploring other paths. He explored *Vaishnavism*, *Tantric Shaktism*, *Advaita Vedanta* and also the western *Abrahamic Faiths like Islam and Christianity*. After following every path, he declared that all the paths lead towards the same God. His followers regarded him as an Avatar, a divine incarnation. The Ultimate

Reality, the Divine God takes incarnation during every age of mankind, to revive the humanity and bring back the balance between the good and the evil. During the time of Ramakrishna, *Bhartiya Sanatan Dharma* was nearly shattered by many odds of the society and also due to foreign invasions. People were moving away from the religion. Thus, it was necessary to bring back the balance again. His most prominent disciple was Swami Vivekananda.

### 4. Social Conditions

For every culture and civilizations of the world, social conditions are important. The society gets shaped by the opinions of the people of that society. When we are talking about *Rashmoni*, we must understand that things weren't easy that time. The Great *Bhartiya Sanskriti* was almost ruined and shattered by superstitious beliefs and practices which weren't even part of the age old *Sanatana Dharma*. See the example of the person we are talking about. *Rashmoni* was a woman.

Though we belong to that category of culture where God is worshipped in the female form, women's condition weren't at all that good. During the ancient times, the scenario was different. *Rashmoni* being a widow faced many difficulties from the so-called intellectual class of *Bhartiya Samaj*. Widows were often marginalised and faced Stigma.

But despite facing so much tough barriers, she raised her voice against the narrow domestic walls - Sati, Polygamy and Child Marriage being some of the examples and became an absolute Business Woman. When the brains of *Sanatan Dharma* refused to take charge



as priest in a temple built by a lower caste, Thakur Sri Sri Ramakrishna Paramhansa agreed to serve the holy mother.

### 5. Stock Market / Share Market and Dakshineswar

We all more or less know about Stock Market, Share Bazar. *The British East India Company*, for the first time in India, released their shares in the market and Rashmoni bought them. She knew that the Gora Sahibs won't be leaving soon. Later when the prices of those shares increased, she sold them and the money which came from it was used by her for the construction of this grand temple.

### 6. Rashmoni's Dream and Initiation of Construction

Rashmoni didn't just suddenly had a thought of building this temple. She was actually following what Mother Kali asked her to perform.

It was in 1847, when Rani Rashmoni decided to take a pilgrimage to Varanasi and due to lack of communication like railways, 24 boats were prepared which would take her to the ancient city, along with her relatives.

Well, things actually didn't go as it was planned. Before the pilgrimage tour, one night she had a vision of mother Kali in her dreams where she asked her to construct a grand temple near the Ganges and would worship her there.

This dream resulted to a hunt for finding a land where the temple was to be construed. Finally, a 20-acre land was found in the village of Dakshineswar. A part of that land was used by a Muslim for burial practices

and also that land was of a shape of tortoise which according to the Shakta texts was most suitable for worship of Shakti.

### 7. Inauguration and Chief Priest Appointment

It was completed in 1855. The estimated cost of the construction of the Dakshineswar Kali Temple was Rs. 9 Lakhs. The temple spanned 25 acres of land, making it one of the most significant temples in Kolkata.



The idols of Gods and Goddesses were installed on the auspicious day of the "Snana Yatra" on 31st May 1855. The temple was dedicated to Sri Jagadishwari Kalimata Thakurani.

Sri Ramakrishna Paramhansa was appointed as the chief priest of the Dakshineswar Kali Temple in 1855. The temple, built



by Rani Rashmoni, consecrated its sanctum sanctorum, and after the passing of the previous chief priest Ramkumar, Sri Ramakrishna took on the sacred role. His intense devotion to Mother Goddess Kali led him to spend hours in loving adoration of her image, often forgetting the rituals of priestly duties.

### 8. Death of Rani Rashmoni



Rani Rashmoni lived for five years and nine months after the temple was inaugurated. She fell seriously ill in 1861 and passed on 18th February 1861. She handed a property bought at Dinajpur as a legacy to the temple trust for the maintenance of the temple. Sri Ramakrishna Paramhansa was one of the earliest priests of the temple. Ramkumar Chattopadhyay was the head priest.

### 9. The Dakshineswar Kali Temple

The structure of the Dakshineswar Temple is the *Navaratna Style Architecture*, which means nine spires. The nine spires represents the nine planets of the Hindu astrology.

It is said that once Rani Rashmoni was travelling via Ganges river and it was

near one of the many ghats of Baranagar region of Kolkata where she saw a Kali temple and she got inspired by the architecture of that temple and applied the same on the Dakshineswar Temple. That temple is still present and is known as *Jai Mittir Kali Bari*.



The main temple is a three-storeyed structure with nine spires rising from the upper two storeys. It stands on a raised platform approached by a grand flight of stairs. The temple's overall height is approximately 14 meters.

### 10. The Shiva Temples





The Dakshineswar Kali Temple premise is highly admired for its *twelve identical Lord Shiva temples*. These temples have been erected opposite to the *Kuthi Bari*. They rest close to the banks of the Ganges River. The interiors of these Shiva temples have been adorned with white and black stone. Each of these temples has beautiful Shiva Lingas that have been done in black marble. These Shiva temples are east facing. They follow the typical “Aat Chala” Bengal architecture. These Lingas represent the 12 Jyotir Lingas of India.

### 11. The Radha Kanta Temple



*The Radha Kanta Temple* lies to the northeast side of the Dakshineswar temple complex. There's a flight of stairs that leads to the inside of the temple. Here, we can see a *21 and a half inches* idol of *Lord Krishna* as well as *16 inches* idol of *Radha*. Sri Ramakrishna himself used to perform puja at this temple.

### 12. Rituals of the Mother Goddess Ma Bhavatarini

**Tuesdays** and **Saturdays** are considered as very auspicious days for Kali worship. The Dakshineswar Kali Temple sees a vast congregation of devotees on both these days. Sandhya

Aarti is the main attraction for devotees. Moreover, the temple becomes a major attraction during the Kali Puja. It is wonderfully decorated with flowers as well as has an amazing lighting arrangement. On the “*Amavasya*” tithi, an elaborate evening Aarti is performed, and the temple is beautifully decked up.

### 13. Conclusion

Dakshineswar will always remain special in the hearts of all Bengali Hindus. While conducting the research work, I came to know about various unknown facts and those were pretty interesting. This research helped me a lot to know about the temple architecture and even about the life of Rashmoni and Thakur Ramakrishna Paramhansa. The Dakshineswar Temple is not only a holy place but also an architectural marvel of Kolkata.

### References

- 1) The Life and Times of Ramakrishna - Pradeep Pandit.
- 2) Kali: The Black Goddess of Dakshineswar - Elizabeth Harding.
- 3) Ek Je Chilo Rani - Nikhil Kumar Chakraborty.
- 4) [dakshineshwarkalitemple.org](http://dakshineshwarkalitemple.org)



৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দির চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমের ইতিহাস, তার কার্যকলাপ এবং তার বর্তমান অবস্থা

Rahul Majumdar

## সারাংশ



৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দির তথা বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা প্রবর্তক সংঘে বহু বিপ্লবী পদধলি পড়েছিল তার মধ্যে শহীদ কানাইলাল দত্ত সহ বিভিন্ন বিপ্লবী এছাড়া এখানে একটি গুপ্ত সিঁড়ি রয়েছে যা বিপ্লবীরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করতেন। সেখানে নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং পূজা অর্চনা করা হতো তাছাড়াও অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ তিথিতে বিপ্লবচন্দ্র পালের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে একটি স্বদেশী মেলা শুরু হয়েছিল। এই প্রবর্তক সংঘ মূলত বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য বৈদেশিক পণ্য বয়কট করে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করার জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেছিল এবং তারা স্বদেশী বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করতেন যার মূল্য ছিল খুবই কম এবং গুণ মানে খুবই উন্নত যাতে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সকল মানুষই তা ক্রয় করতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে এই প্রবর্তক সংঘ আজ ধীরে অন্তঃসারশূন্য হয়ে করছে যা শুধু আমরা ইতিহাসের পাতায় মনে করে রাখতে পারব তাই এই আর্জি বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই উপাদানটি সংগ্রহ করা দায়িত্ব আমাদের সকলের।



## ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাস তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই ইতিহাসের পাতায় এমন একটি সরু গলি দিয়ে আলোচনা শুরু করছি যার বয়স ৩০০ বছর, এটি হুগলি চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রম।

## চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রম

সবার প্রথমে জেনে রাখা দরকার এই প্রবর্তক আশ্রম বা প্রবর্তক সংঘের মন্দিরটি যার বয়স ৩০০ বছরের বা তার বেশি। বিপ্লবী মতিলাল রায় এই প্রবর্তক সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস এই প্রবর্তক আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।



এই প্রবর্তক আশ্রমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তো এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু এই চন্দননগর ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি অন্যতম গোপন আস্তানা বা ঘাঁটি ছিল। এই মন্দিরটির চূড়া ছিল ভৌগোলিকভাবে এমন এক বিশেষ জায়গায় অবস্থিত যার সামনে ছিল হুগলি নদী আর সেই হুগলি নদীর আশেপাশে অবস্থাকে ভালো করে দেখার জন্য এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য আর ব্রিটিশ পুলিশ বা ব্রিটিশ গোয়েন্দা আসছে কিনা তা দেখার জন্য এবং যাবতীয় কার্যকলাপকে ওপর





থেকে বসে দেখার জন্যই এই ধরনের মাচা বা বলা যেতে পারে উঁচু কোনো জায়গায় যেখান দিয়ে বিপ্লবীরা বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পারেন তেমনি একটি জায়গা ছিল এই মন্দিরটি এবং আজকের সময়ে এই মন্দিরটি একেবারে ভগ্নপ্রায় দশা। তার কারণ আর্থিক তহবিল নেই খুব একটা এবং তাই এটাকে সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু বহু ইতিহাস প্রাচীন সময়ে এর সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেও বয়ে নিয়ে চলেছে এই প্রাচীন মন্দিরটি।



আসলে মূলত মন্দিরটি সেই সময় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। এই মন্দিরটির দুপাশে প্রচুর মোটা দেওয়াল আছে, যার একটি পাশের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে একটি গুপ্ত সিঁড়ি আছে বলা যেতে পারে। [যদি পুরো বন্ধ থাকে দরজাটি এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত কাউকে জানানো হচ্ছে যে এখানে একটা গুপ্ত সিঁড়ি আছে ততক্ষণ কেউই সম্ভবত খুঁজে পাবে না।]

এছাড়াও মন্দিরটির গর্ভ গৃহে একই রকমের দুটি বাস্তব মত আছে সেই মোটা দেয়ালের মধ্যে এবং অপর পাশেরটি সিঁড়ি ছিলনা তবে তার বিপরীত দিকে সেই গুপ্ত সিঁড়ি টি ছিল। যতক্ষণ না আপনাকে বলে দেওয়া হচ্ছে, এটা গুপ্ত সিঁড়ি ততক্ষণ আপনি বুঝতে পারবেন না আর সেই সময় কোন আলোর ব্যবস্থাও ছিল না এবং পুরোটাই অন্ধকার ছিল। সম্ভবত প্রথম হচ্ছে যেটা এখানে একটি মহাদেবের বিগ্রহ আছে যার জন্য এখানে

কোন ইংরেজ বা ফরাসি পুলিশ ঢুকতো না প্রথমে আটকে যেত তাঁরা এবং এখানে যে একটি গুপ্ত সিঁড়ি আছে তা জানতেও পারত না ও বিপ্লবীরাও তাদের মূলত কর্মকাণ্ডের কাজের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করে গেছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে শহীদ কানাইলাল দত্ত মাত্র ১৫ বছর বয়সে তার এখানে আসা যাওয়া ছিল (তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন)।



এই মন্দির তথা আশ্রমটি ছিল একেবারে একটি বিপ্লবীদের গুপ্ত আলাপ আলোচনা করার বা মিলিত হবার ক্ষেত্র বা আশ্রয় বলা যেতে পারে। এখানে রাসবিহারী বসু তথা চন্দ্রনগরের বিভিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে যেমন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নটোবর দাস, চুঁচুড়ার মাস্টারমশাই, তারপর চারুচন্দ্র রায়, এছাড়াও উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ তারা এখানে নিয়মিত আসতেন বা আসা যাওয়া করতেন।



এই দরজা দিয়ে যদি ভিতরের দিকে যাওয়া হয় তাহলে একটি সিঁড়ি পাওয়া যাবে সেটি একটি গুপ্ত সিঁড়ি এবং সেটা দিয়ে যদি উপরের দিকে ওঠা হয় তখনই বুঝতে পারা যাবে যে এটি যারা তৈরি



করেছেন তারা তাদের মত করে তৈরি করেছেন। কিন্তু কিভাবে এটাকে গুপ্তভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা যায় যে এটা একেবারে উপযোগী ছিল বিপ্লবীদের জন্য [ও এটির বয়স ২৫০ থেকে প্রায় ৩০০ বছরের কাছাকাছি এই মন্দিরটি।]



এছাড়া বর্তমান সময় মন্দিরটি যে কাজে ব্যবহার করা হয় তা হল ছেলেদের উপাসনা ও দুবেলা পূজা অর্চনা হয়। এই মন্দিরটার সিঁড়ি টা দিয়ে সাধারণত বর্তমান সময়ে একেবারে উপরে ওঠা নিষিদ্ধ রয়েছে তার প্রধান বিশেষ কারণ এই আশ্রমের ভগ্না দশা এবং যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। সেই কারণে ওখানকার যিনি দায়িত্বে আছেন বলেছেন এখানে আমরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে আসছি এবং তিনি আরো বলেন উনিও বিপদে পড়তে পারেন। এছাড়া তিনি বর্তমান সময় ওপরে ওঠেন না যিনি এই আশ্রমটির দায়িত্বে আছেন বর্তমান কালে তিনি আর উপরের ঘর গুলিতে আসেন না।



যিনি আশ্রমটির বর্তমান দায়িত্বে আছেন তিনি বলেন ওনারা ১০ থেকে ১২ বছর আগেও এই ঘর গুলিতে নিয়মিত আসা যাওয়া করতে যেমন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন এবং এই ঘরটির লাগুয়া আরো একটি ঘর আছে লম্বামত যার একটি বিশেষ পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য আছে তার খুব কাছ থেকে গঙ্গা নদী বয়ে যাচ্ছে এবং সে বিশেষ পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য হলো ১৯২৬ এর সময় এই ঘরটিতে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন ও এই ঘরটিতে তিনি ছিলেন। কিন্তু এই ঘরটির সামনের দিকে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না এবং নামতেও দেওয়া হয় না। বর্তমান সময়ে আর ওপরেও কেউ ওঠে না।



তখনকার সময় প্রবর্তক আশ্রমটি পাশে গঙ্গার প্রবাহিত হওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল ভৌগোলিকভাবে বিপ্লবীরা এটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কারণ এর অপর পাড়ের দিকটি ছিল অন্য প্রশাসন তথা অন্য অঞ্চল ২৪ পরগনা যার প্রশাসন ছিল ইংরেজ প্রশাসন এবং আশ্রমটি ছিল হুগলিতে যেটি ফরাসি প্রশাসনের অন্তর্গত ছিল। আবার এই আশ্রমটির অপরদিকে মানে ব্যান্ডেলের দিকটা আবার ইংরেজ প্রশাসন ছিল, যার ফলে কোন ক্ষেত্রেই যদি ইংরেজ পুলিশ যদি ফরাসি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা যদি এখানে রেড বা তল্লাশি করতে আসলে বিপ্লবীরা এটাকে ব্যবহার করতে পারতেন এবং এখান থেকে একদম সামনে গঙ্গায় গিয়ে নৌকা করে অপর পাড়ে চলে যেতে নিঃসন্দেহে। এমনকি গঙ্গা সাঁতারে অনেক বিপ্লবী গঙ্গার ওপারে চলে যেতো তার পুলিশ জানতেও পারত না। এই প্রবর্তক আশ্রমের অন্য পাশে ছিল প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবন যেটি বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।







এই প্রবর্তক সংঘটি উপাসনার জন্য তৈরি হয়নি শুধুমাত্র তার সঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তো ছিলই সঙ্গে আরও একটি বড় ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে, কারণ 1923 সালে এই মন্দিরের এখানে একটি স্বদেশী মেলা 'অক্ষয় তৃতীয়া মেলা' হিসেবে এখানে উদ্বোধন হয়েছিল যা একটি জাতীয় মেলা ছিল এবং এই মেলাটিকে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল ও সেই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং এখানে স্বদেশীয় আনার যে পরিবেশ তৈরি করা হইছিল যার মধ্যে সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, কুসুমকুমারী দেবী, অবলা বসু এনারা যারা ছিলেন এছাড়াও আরো বহু মহিলারা ছিলেন যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন।



ওনার মধ্যে যে একটা কনসেপ্ট তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওনারা ইংরেজদের কাপড় পড়বেনা তখন পড়বে টা কি? এবং তখন প্রবর্তক আশ্রমের এর প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় অথবা বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় খদরের ভান্ডার তৈরি করলেন। তারা খদরের চরকা কেটে সুতো তৈরি করে সেখানে প্রবর্তক শাড়ি, প্রবর্তক ধুতি, প্রবর্তক চাদর, প্রবর্তক গামছা সমস্ত

এইসব বস্ত্র তৈরি করেন এবং বস্ত্রগুলি টেকসই ও দামে কম যাতে বিক্রয় যোগ্য হতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার একটি প্রবন্ধে প্রবর্তকের স্বদেশি বস্ত্র ও পণ্য সম্পর্কে লিখে গেছেন। ওনারা সাবান ও তৈরি করতেন "স্বদেশি সাবান" নামে কিন্তু সেই সাবান বিক্রি হতো না। এছাড়া এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবনা ছিল প্রবর্তকের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের। তিনি কিন্তু যেগুলো তৈরি করতেন সেগুলি কিন্তু সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি হতো এবং সেগুলি সেই সময়কার তাঁতিরা তাদের কিন্তু উপার্জন একটা ব্যবস্থা হতো। সেই রকমই হলো 'প্রবর্তকের বিদ্যালয়' ইংরেজি স্কুলে ছাত্ররা পড়বেনা না তাহলে পড়াশোনা করবে কোথায়? তখন সেই সময় প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অথবা বাংলায় প্রচুর এইরকম প্রবর্তক বিদ্যালয় তৈরি করেছেন বালক ও বালিকাদের উভয়ের জন্যই শুধুমাত্র বালকদের জন্য নয়।



তাছাড়াও ইংরেজদের ব্যাংকে টাকা রাখবো না তাহলে টাকা রাখবে কোথায়? তখন প্রতিষ্ঠাতা প্রবর্তক ব্যাংক তৈরি করেন টাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুষ্টিয়া থেকে আরম্ভ করে রাজশাহী, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ অব্দি সব জায়গায় প্রবর্তক ব্যাংক ছিল এবং সিটি একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল যা ওনারা তৈরি করে দেখিয়েছেন।



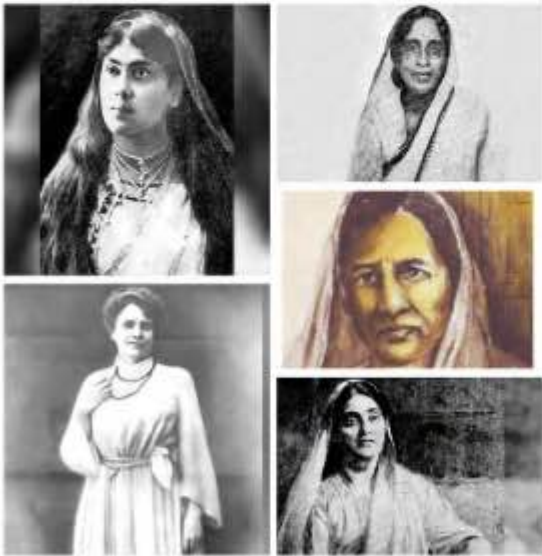


এই বাড়িটি প্রবর্তকের তৈরি নয়, এটি আড়াইশো থেকে ৩০০ বছর আগে চন্দননগরের প্রচুর তাঁতি ছিল সেই সময় এবং তারা তাঁত বস্ত্র তৈরি করত ও ফরাসডাঙ্গা তাঁত শিল্প ছিল একটি নামকরা জায়গা। ফরাসডাঙ্গা বলতে যেহেতু ফরাসিরা এখানে থাকতো তাই একে ফরাসডাঙ্গা বলা হত। এবং এখানে একজন বিশ্বনাথ সরকার বলে ভদ্রলোক ছিলেন ব্যবসায়ী তিনি চন্দননগরের বিভিন্ন তাঁতিদের ঘরে দাদন দেওয়ার মতো টাকা দিতেন এবং যে বলতেন তোমার ঘরে যত ধরনের শাড়ি, যত ধুতি, যত চাদর, যত গামছা এছাড়াও যত বস্ত্র দ্রব্য তৈরি হবে সে সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাকে দিতে হবে এবং এ বাড়িটির পাশে গঙ্গায় বড় বজরা নৌকা ভর্তি করে অখন্ড বাংলায় ব্যবসা চলতো সেসব বস্ত্র পণ্যের। এই সরকাররা ছিলেন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষমতা সম্পন্ন। এই সরকারের বাড়ির --ই একজন বধু মাতা গৌরী দেবী দাসী যখন বিধবা হয়ে গেলেন বাল্যকালে তখন তাকে সেই ধর্মমতে রাখার জন্য এই মন্দিরটি তৈরি করলেন এবং তখনকার দিনে প্রায় ১ লক্ষ টাকা দিয়ে। যা পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি দান করেছিলেন।

আবার এটার প্রথম তলার উপরে আরো একটি সিঁড়ি আছে যা দিয়ে এই মন্দিরটির উপরে যাওয়া যেত মন্দিরের একদম চূড়ার দিকে। তার কারণ বিপ্লবীরা সেখান দিয়ে গুপ্তভাবে উপরে উঠত ইংরেজ বা ফরাসি পুলিশরা এখানে আসছে কিনা তা দেখার জন্য।



এই আশ্রমিক মন্দির এর ওপরে সেখানে আজকের সময় যাওয়াটা খুবই বিপদজনক। কারণ, বর্তমান সময়ে সেটি ভগ্নপ্রায় অবস্থা [এবং সেখানে যখন বিপ্লবের নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। এই জায়গাটির ওপরে খুবই কম ও সুরু ছিল যার জন্য একজন সেখান থেকে গেলে তার পাশ দিয়ে আর আরো একজন যেতে পারবেন না।] সেখানে একটি পাঠাতন আছে। এই পাঠাতনটার উপরে বিপ্লবী মতিলাল রায় নিয়মিত সাধনা করতেন এবং এখানে গান্ধীজী নিজে এসে শুতেন এই পাঠাতনটির উপরে (শ্রী কল্যান চক্রবর্তী রাজবিহারী বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট) [এবং] এই মন্দির বাড়িটি তথা বিন্দিংটি প্রবর্তক আশ্রম তৈরি হবার আগে থেকেই ছিল। (তথ্য : সৈকত নিয়োগী দাদা, কুণালদাদা) আমরা প্রবর্তক সম্পর্কে যতটা জানি বা যতটা দেখেছি যে প্রবর্তক একটি পত্রিকা বা ব্যবসায়ী সংস্থান নয়। এদের প্রাথমিক বিষয়ে বা দিক ছিল এটা একটি সিক্রেট সোসাইটি বা গুপ্ত সংগঠন এবং বিপ্লবীদের অর্থ দেবার জন্য যা করা প্রয়োজন যতটা ব্যবসা করা প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্যে এইসব ব্যবসা চলেছে।



এছাড়া স্বাধীনতার পরে নানা কারণে ব্যবসার যে উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য পৌঁছে হারিয়ে গেছে এবং স্বাধীনতা দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভাবা যায় তাহলে প্রবর্তকের সেই উদ্দেশ্য ধীরে হারিয়ে গেছে ও সেই কারণে প্রবর্তকের ব্যবসাও বন্ধ হয়ে বা নুয়ে পড়েছিল। ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবর্তক আশ্রম এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ শুধু বাংলা নয় বিভিন্ন জায়গাতে যখনই বিপ্লবীদের আশ্রয় নেওয়ার জায়গা দরকার পড়েছে তারা বারে বারে ফিরে এসেছেন চন্দননগর। কারণ ফরাসিদের



মাত্র দুটো জায়গা ছিল একটি পন্ডিচেরি এবং  
অপরটিতে চন্দননগর। কিন্তু পন্ডিচেরির ক্ষেত্রে  
একটি অসুবিধা ছিল যে সেখানে ফরাসিদের  
গভর্নররা থাকতো, তাই ওখানকার প্রশাসনিক  
কাঠামো ছিল অন্যরকম। আর অপরদিকে  
চন্দননগর ছিল অনেকটা খোলামেলা। তার জন্য  
বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা জনক ছিল একটা  
অবস্থান এই চন্দননগরে।



তথ্যসূত্র:-

1. প্রদীপ ব্যানার্জি, সহ সভাপতি  
প্রবর্তক আশ্রম
2. কুগাল ঘোষ, সাংবাদিক, গবেষক
3. সৈকত নিয়োগী, লেখক



# The Known But Unknown Dumdum: From Plassey to Partition

*Adi Marick, Semester 2*

---

## ABSTRACT

Every place is ancient and Dumdum also. Though every place doesn't contain historical significance, Dumdum actually contains a lot of historical significance. The word 'Dumdum' came from the Persian word 'Damdama' which means gigantic sounds. Dumdum was the head office of Bengal artillery, so the sounds of firing canons used to make gigantic sounds. There from it came Dumdum. There are many places in Dumdum which many of us aren't aware about. Through this research work of mine, I have taken a deep dive into the vast historical ocean of Dumdum.

---

## INTRODUCTION

Every place in the world is ancient but very few of them come in the limelight containing historicity or historical significance. Now Dumdum has lots of historical significance.

The word 'Dumdum' came from the Persian word 'Damdama' which means gigantic sounds. Dumdum was the headquarters of Bengal artillery, so the firing of cannons used to make gigantic sounds. There from it came Dumdum. Though some say 'Damdama' actually means mound which is now located near Clive house.

Mughal King Akbar's Hajari Mansabdar and also the Army commander Man Singh was in charge of Bengal, Bihar and Orissa. For some reason he gave the lordship of Barrackpore to Diamond Harbour to Lakshmikanta Majumdar. Later on, Gourhari Majumdar, son of Lakshmikanta became lord and he made the capital of the area under their lordship in Dumdum ( 1649-1650 ).



**Clive House and Archaeological Site**



Robert Clive , who was the main army general in the battle of Plassey from the British house used to live in this dilapidated building.



It has been heard that Clive used to come in this house in the weekends with his wife . It had a dance platform in the upper storey.

Subsequently the building changed hands several times and became badly dilapidated. And this is also a vital instance of vandalization of the heritages in the Bengal.

The ground towards north of the building identified as an ancient habitational site has yielded during the course of excavation, remains of an urban settlement dating back to 2nd century B.C.E. The site remained in occupation almost till modern time with a break during 12th to 14th century A.C.E.

Antiquities from the excavation are various and include exquisite Terracotta plaques and figures from 2nd century - 1st century B.C.E to 8th - 9th Century A.C.E, copper coins, bone implements, beads, iron implements, pot sherds, Chinese porcelain cup.

It was mainly an indigo factory under the Portuguese and Dutch. This building is known as Clive House or more popularly 'Bara Kothi'. Some say the Alinagar treaty was done in this Bara Kothi by Clive and Siraj, 1757, 9th February. After the battle of Plassey, June of 1757 , Clive reconstructed this , adding its upper storey in the colonial style of architecture and used it as his garden house.





### Shahi Masjid



It is one of the oldest mosques in Dumdum. People say the nawab of Bengal Alivardi Khan made this Shahi Masjid.

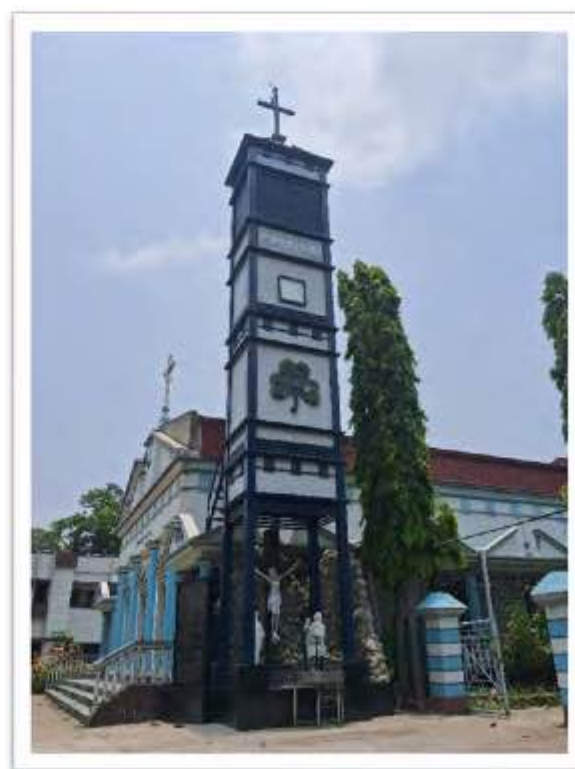
### St. Patrick's Church

In 1783, the East India company established its artillery headquarters at Dumdum. At that time the East India company did not officially recognise Catholicism. It was chiefly due to an influential catholic, Mr. Joseph Barreto, a great benefactor, around 1820, a plot of land was purchased for the construction of the church. The catholic Irish soldiers stationed at Dumdum and the Catholics who lived in Calcutta made generous contributions toward the erection of the church on this plot of land.



It was on 9th February 1822 that the foundation stone of the church was

blessed and laid . In the following year 1823 on Good Friday, the church was inaugurated and dedicated to St. Patrick.



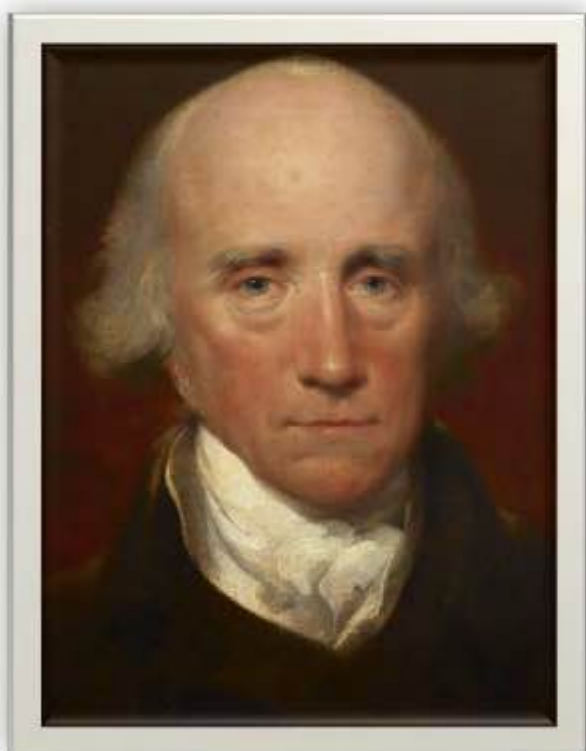


Thereafter, up to 1931, many priests came to serve at St. Patrick's Church, Dumdum. Then for a gap of nearly 25 years there was no resident priest at Dumdum.

In 1955, St. Patrick's Church assumed the status of a parish and regular Sunday services were held. Finally, with the arrival of Father Theodore Richer SJ as parish priest on 9th May 1961, the parish began to function in a full-fledged manner catering to the spiritual needs of the community.

### Memorial of Thomas Dean Pearse

Hastings was appointed the governor general by the directors of the East India company. The directors also appointed a council of four members who enjoyed equal powers in the board as the governor general.



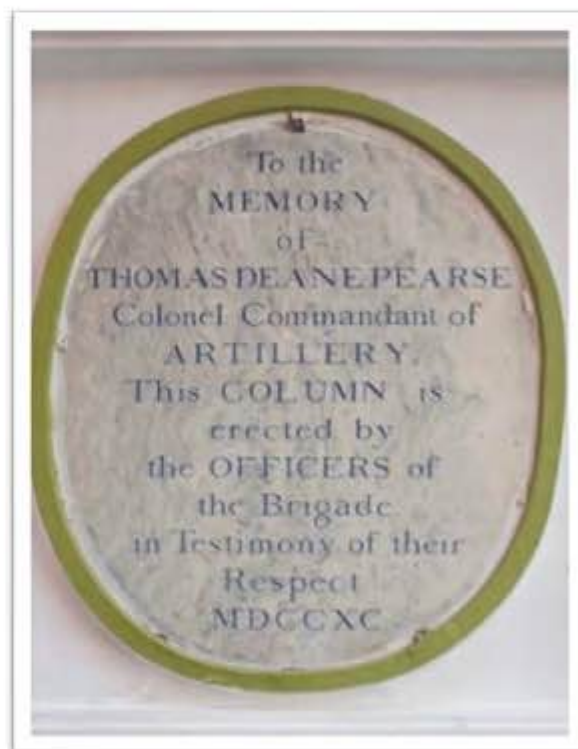
Philip Francis was one of the four councils and always went against Hastings.

A conflict regarding the war which the Marathas laid to the duel between the two. Thursday, August 17 was chosen date and

Belvedere was to be the venue, the time chosen for the encounter was half past 5 in the morning.

Both stood behind the mark and at the counting of one, two and three both fired. Francis fired first and missed his target while Hastings' fire found its mark on his opponent's right arm. Francis staggered and while attempting to sit, fell on the ground crying out he was a 'dead man'. He recuperated within a few days and attended the council where both were civil in behaviour.

Account from Hastings and Francis there were two other men who were the witness of notorious duel. According to duelling customs of those days, each of the duelling men was accompanied by an assistant, known as second. Colonel Thomas Dean Pearse was the second of Hastings while Francis second was Colonel Watson.



Colonel Pearse was not just able military man but also a man of extraordinary talent with interest on a diverse range of topics. He contributed a paper on "Two Hindu festivals and the Indian Sphinx" at the Asiatic society of



Kolkata. In 1770's he made significant contributions in finding out the latitude and longitude of the coastal area and also of a many principal cities and towns.



He died on 15th June 1789 and the memorial was built in 1790, which is now in the compound ground of St Stephen's school, Dumdum.

### Jessop Factory

Jessop & company has a 236-year-old history. It claims to be the engineering company in the east of the Suez, and there are not many around to contradict its claims. The beginning was different though as Breen & company, in 1788. Then in 1820, Henry and George Jessop, acquired Breen & company on behalf of Butterfly company established in Derbyshire, England in 1790 by the senior Jessop. Butterfly and Breen were merged together to become Jessop & company.

Jessop & company is accredited to have built the first iron bridge in British India over the river Gomti, popularly known as ' Loha ka pul '

at Lucknow built during the year 1815-1840. It was ordered by nawab of Oudh. Jessop has also built one steam locomotive, delivered to the nawab of Oudh in the 19th century.



The first steam boat to sail on Indian waters made in India was made by Jessop & company in 1819. In 1890 IT rolled out the first steam road roller for India. It was also one of the pioneers to make heavy duty cranes . It was part of the team that built the parliament House during 1921 to 1927 in Delhi.



In 1930 it formed a partnership company with Braithwaite & company Ltd , Burn & Jessop construction company, for construction of the first semi-balanced cantilever bridge of India, the Howrah bridge , the construction of which begin in 1936 and completed in 1942. The same company Brathwaite, Burn and Jessop also won the contract for construction of Vidyasagar Setu in 1972, completed in 1993, the first cable stayed bridge.



### Central Jail

It had been built in 1792. It was an army barracks back then. The 1857 sepoy mutiny also happened here. The establishment as a jail happened in 1937. It is one of the oldest jails and has witnessed the history of Indian freedom movements.



Many freedom fighters had been hanged here. Old people say the chants of Vande Mataram used to burst out from the jail.



Many freedom fighters had been imprisoned here, even Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose.



### Dumdum monument

The towering Afghan war memorial was constructed in 1842, dedicating to the fallen British soldiers of the first Anglo Afghan war ( 1839 - 1842 ). The first Anglo Afghan war, also known as Auckland's folly, was fought between British India and Afghanistan. It marked the beginning of the competition of power and influence in Central Asia.

An army of 21000 British and Indian troops under the command of Sir John Kean set out from Punjab in December 1838 and reached Quetta by late March 1839 and captured Kandahar, fortress of Ghazni and parts of Kabul on 1839. In 1841 the Afghans struck as the British fell back to Peshawar, defeated by cost of occupation and weather.





British lost nearly 20,000 troops in this world. Lack of ammunition was the basic reason for defeat. In November and December 1841, the first horse artillery of a British India under the command of general George Pollock made a heroic appearance at Jalalabad and Kabul in Afghanistan after a disastrous imperial campaign.



In the surviving forces of that fruitless campaign erected a memorial in the memory of their dead fellows at Dum Dum in 1842

known as Afghan war memorial. Some canons of Bengal artillery are presented here.

### Ordinance factory

After having a disastrous defeat in the Afghan war in 1842 due to lack of ammunition so the British Raj thought of the weapon factory. So, this established an ordinance factory in 1846.



At the beginning the site served as a jail. Many freedom fighters were hung here. Hearsay is Kanhu Murmu, leader of the Santhal rebellion, and was kept in captivity and hanged here in 1858. In 1869 British decided to shift the ammunition factory from Dum Dum to Pune. Dum Dum bullet was banned in 1896. Later on, the testing activities were shifted from Dum Dum to proof establishment in Balasore.



### Sufi Sultan Shah Masjid



Once Dumdum used to be known as Sultanpur. From the name of Pir Sufi Sultan Shah, this area was named Sultanpur. Beside airport 1 No. Gate, from Jessore road the Sufi Sultan Shah Masjid is visible. It is more than 200 years old.

### Refugee Colony

After the partition in 1947 compelled the people of both Bengal to shift from their homeland. Though these shifting started from 1946 when communal riots took place in several districts like Noakhali, Decca, Chittagong, Kumilla, Mymensingh. For the refugees many camps and colonies were made in Dumdum, like Kamolapur colony, Motilal colony, Bandhobnagar colony, Siddheshwari colony etc.



In the year of 1950 when prime minister Jawaharlal Nehru came in Calcutta, he was requested to see the catastrophic picture of the refugee camps in Bengal. So, he came to see the Kamalapur colony, then after it was recognised as a colony. 3rd November, 1949 unofficially this colony was founded. This colony was named after the wife of the honourable prime minister, Mrs. Kamala Nehru.

### Christian Burial Ground

In the year of 1818, for the Christian soldiers, a burial ground was made near Airport or near the joining of Jessore road and VIP road. The old part of this burial ground has many graves of armies of Bengal artillery, many wealthy Britishers and even of Bengali Christians.





People say the prolific poet of England, Alfred Lord Tennyson's nephew who was in Bengal artillery as an army, died in Dumdum cantonment and then he had been buried in this burial ground. And in his gravestone the famous two lines of his uncle's poem has been engraved -

" But O for the touch of a vanished hand  
And the sound of a voice that is still "



### Dumdum Sporting Club

Dumdum was not behind in sport related activities. One of the oldest clubs of Dumdum Sporting Club. It was formed in 1911. Many legendary players of India are Tulsi Das, Mohammad Rajjak, Ganesh Lal Sonar, Khemesh Bhattacharya, who once played for this club.



### HMV Factory



The company was a subsidiary of The Gramophone Company limited ,England. This company established its Indian branch in 1901 and set up a factory in Calcutta to manufacture records and gramophones in 1907. The factory at Dumdum was established in 1928.



Dum Dum was a cantonment, so for the better health of the army, a European hospital was made in that same place. In 1903, in this hospital Scottish doctor William Leishman found the parasite of black fever from a dead soldier. As it had been found in Dumdum so it used to be known as Dumdum fever.





While coming from Nager Bazar towards Airport the writing 'His Master's Voice' today also could be seen. Many profound singers Sachin Dev Burman, Rahul Dev Burman, Kishore Kumar, Manna Dey, Geeta Dutta, Lata Mangeshkar came in this studio.

### References

1. Census of Bengal -- Beverley , 1872
2. Dum Dum Cantonnement & Environs -  
- 1868-70 (National Library)
3. The Story of Jessop (1788-1988) --  
Nishith Ranjan Roy
4. Chobbish Pargana o Kolikata --  
Shivprasad Samaddar
5. Chobbish Pargana -- Kamal Chowdhury
6. Bengal Past and Present --- Journal of  
Calcutta Historical Society
7. Bangla Sthan Naam – Dr Sukumar Sen
8. wordpress.com -- Rangan Datta